প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **রাজশাহী**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **২৬টি (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**বাগধানী ঐতিহাসিক জামে মসজিদ**		**পবা**	২৪°২৯'২৬.৩" উ. ৮৮°৩৪'৪৫.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২০ প্রিল ২০১৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৯)	রাজশাহী জেলা সদর হতে প্রায় ১৫ কি:মি: উত্তরে পবা উপজেলার বারনই নদীর তীরে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির চারকোণে চারটি অষ্টোকোণাকার কর্ণার টারেট ও পশ্চিম দেওয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মসজিদে প্রবেশ করার জন্য তিনটি প্রবেশদ্বার ও উত্তর দক্ষিণে দুইটি জানালা বিদ্যমান।
২.	**বড় কুঠি**		বোয়ালিয়া **রাজশাহী সদর**	২৪°২১'৪৩.৬" উ. ৮৮°৩৫'৫৩.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩১৯)	রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার হতে আধা কি. মি. দক্ষিণে পদ্মা নদীর তীরে ভবনটি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাংলায় এসে ওলন্দাজরা (ডাচ) রাজশাহীর পদ্মার তীরে এই ভবন নির্মাণ করেছিল।প্রায় বর্গাকার ভূমি নকশায় নির্মিত এ দ্বিতল ভবনের বিভিন্ন সময়ে সংস্কার/মেরামতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বড় কুঠির মালিকানা একাধিকবার পরিবর্তনের ফলে কাঠামোর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু নতুন স্থাপনাও সংযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ ভবনের সঙ্গে নতুন স্থাপনার সংযোগ হলেও ডাচ্ নির্মিত প্রধান ভবনের আদি বৈশিষ্টের অনেকটাই এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।
৩.	**পুঠিয়া রাজবাড়ী**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪২.৮" উ. ৮৮°৫০'১১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	১৮৯৫ সালে রানী হেমন্ত কুমারী দেবি এটি নির্মাণ করেন। সতের কক্ষ বিশিষ্ট দুই তলা ভবনটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথ বা সিংহ দরজা উত্তর দিকে অবস্থিত। চুন সুরকীর মসলা ও ইট দ্বারা নির্মিত রাজবাড়ির সম্মুখভাগে আকর্ষণীয় ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামনের স্তম্ভ এবং এর অগ্রভাগের অলংকরণ এবং কাঠের প্যারাপেটসমূহ রাজবাড়ীর নান্দনিকতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয়ভাবে রাজবাড়িটি পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**গোবিন্দ মন্দির** (বড় গোবিন্দ মন্দির)		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪১.৮" উ. ৮৮°৫০'১৩.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি অঙ্গনে অবস্থিত গোবিন্দ মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি। আঠার শতকের প্রথম দিকে রাজা প্রেম নারায়ণ রায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। একটি উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি গর্ভগৃহ ও চার কোণায় ৪টি বর্গাকৃতির ছোট কক্ষ। গর্ভগৃহের চারপাশে ৪টি খিলান প্রবেশ পথ বিদ্যমান। তবে মূল প্রবেশ পথটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বারান্দার পিলারগুলো চমৎকার পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত যা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী থেকে নেয়া হয়েছে।
৫.	**গোপাল মন্দির ও জগধাত্রী মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৬৯.৮" উ. ৮৮°৫০'২১.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৬)	এটি পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি অঙ্গনে অবস্থিত তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি মন্দির। প্রাচীন উঁচু আয়তাকার মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের দেয়ালে পলেস্তরার উপরে চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির নির্মাণকাল উনিশ শতকের শেষ দিক ধারণা করা হয়।
৬.	**দোল মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৬.৬" উ. ৮৮°৫০'১৪.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৬)	পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ির সম্মুখে মাঠ সংলগ্ন বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত ৪ তলা মন্দিরটি রাজা ভূবনেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। অর্থাৎ মন্দিরের দ্বিতীয় তলা নিচের তলা থেকে ছোট, ৩য় তলা ২য় তলার চেয়ে ছোট এবং ৩য় তলার উপরে চতুর্থ তলাটি আরও ছোট। চতুর্থ তলার উপরে রয়েছে একটি গম্বুজ।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**শিব মন্দির** (বড় শিব)		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৫০.৩" উ. ৮৮°৫০'১৩.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৬)	পাঁচআনী জমিদার বাড়ীর রাজা জগৎ নারায়ণ রায়ের স্ত্রী রানী ভূবনময়ী দেবী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এ মন্দিরকে ভূবনেশ্বর মন্দিরও বলা হয়ে থাকে। বাংলা ১২৩০ সালে মন্দিরটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘ ৭ বছর পর ১২৩৭ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মূল মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে সুপ্রশস্ত সিঁড়িসহ প্রধান প্রবেশ পথ এবং চারপাশে টানা বারান্দা রয়েছে। বারান্দার পিলারগুলোর নিচের অংশ অলংকৃত। মন্দিরের মূল কক্ষেও পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মন্দিরের উপর চারকোণে ৪টি ও কেন্দ্রস্থলে একটি চুড়া বা রত্ন আছে। কেন্দ্রীয় চুড়াটি প্রায় ২০ মি. উঁচু।
৮.	**রথ মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৯.৯" উ. ৮৮°৫০'১৪.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	বড় শিব মন্দির সংলগ্ন এবং শিবসাগর দীঘির দক্ষিণ পাশে রথ মন্দির অবস্থিত যা জগন্নাথ মন্দির নামেও পরিচিত। পাতলা ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত এ মন্দিরটি ১৮২৩ খ্রিঃ রানী ভূবনময়ী কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। এ মন্দিরটিতে পোড়ামাটির কোন চিত্রফলক না থাকলেও এর নির্মাণশৈলী বেশ চমৎকার। অষ্টকোণাকারে নির্মিত গম্বুজাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট এ মন্দিরের চারপাশে টানা বারান্দা রয়েছে। এর চারপাশে প্রদক্ষিণ পথ বা বারান্দা বিদ্যমান। বারান্দায় ৮টি পিলার আছে। উত্তর ও পূর্ব পাশে দু'টি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের চৌকাঠে অলংকৃত বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। দোতলার কক্ষগুলো আকারে ছোট এবং এটির চারপাশে উন্মুক্ত প্রবেশ পথ আছে। এ মন্দিরের উপর গম্বুজ আকৃতির ছাদ আছে। ছাদের উপর কলস আকৃতির ফিনিয়েল দ্বারা শোভিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**ছোট শিব মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৩৯.৭" উ. ৮৮°৫০'০৯.২" পূ.	নম্বর: শা:১ এ - ১৬/৮৬/৫৪৫-১৯৬৮ ২৯ জুলাই ১৯৮৭	পুঠিয়া পাঁচআনী জমিদার বাড়ী হতে সামান্য দক্ষিণে পুঠিয়া-আড়ানী সড়কের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরটি ছোট শিব মন্দির নামে পরচিতি। ১৮২৩ সালে রানী ভুবণময়ী দেবি এটি নির্মাণ করেন। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দক্ষিণমুখী মন্দিরটিতে একটি খিলান সংযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উপরে ছাদের আকার অনেকটা মঠ আকৃতির হলেও এটি চৌচালা হিসেবে নির্মিত। ছাদের কার্ণিশগুলো ধনুকের ন্যায় বাঁকানো এবং পোড়া মাটির ফলক চিত্র সংযোগে সজ্জিত।
১০.	**ছোট আহ্নিক মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪১.৫" উ. ৮৮°৫০'১০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	পুঠিয়া পাঁচআনী জমিদার বাড়ী সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে এ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি প্রেম নারায়ণ রায় কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। মন্দিরটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। মন্দিরের পূর্ব দিকে পাশাপাশি ৩টি এবং দক্ষিণ দেয়ালে একটি খিলান দরজা রয়েছে। মন্দিরের ছাদ দোচালা আকৃতির এবং আংশিক বাঁকানো। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম দেয়ালের বহিরাংশ সমতল এবং কোন অলংকরণ নেই। তবে কর্ণার ও কার্ণিশসমূহ পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা চমৎকারভাবে অলংকৃত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**গোপাল মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৪.৬" উ. ৮৮°৫০'০৬.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	পুঠিয়া চারআনী জমিদার বাড়ী চত্বরের উত্তর পাশে অবস্থিত আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দুই তলা বিশিষ্ট মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ৩টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের উত্তর দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে বারান্দা বিদ্যমান। মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য পশ্চিম দিকে সিঁড়ি আছে। উপর তলার কক্ষের দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি এবং পশ্চিম দেয়ালে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে।
১২.	**আহ্নিক মন্দির** (বড় আহ্নিক মন্দির)		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৪.২" উ. ৮৮°৫০'০৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	পুঠিয়া চারআনী জমিদার বাড়ী চত্বরের সর্ব দক্ষিণের মন্দিরটি হল বড় আহ্নিক মন্দির। এ মন্দিরে কোন শিলালিপি না থাকলেও এটি পুঠিয়া চারআনী জমিদার কর্তৃক আঠার বা উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকার পূর্বমুখী এ মন্দিরে পাশাপাশি ৩টি কক্ষ রয়েছে। মাঝের কক্ষটি আয়তাকার এবং বড়। এটির পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে এবং উপরের ছাদ চৌচালা আকৃতির। সম্মুখের দেয়াল অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সজ্জিত।
১৩.	**গোবিন্দ মন্দির**	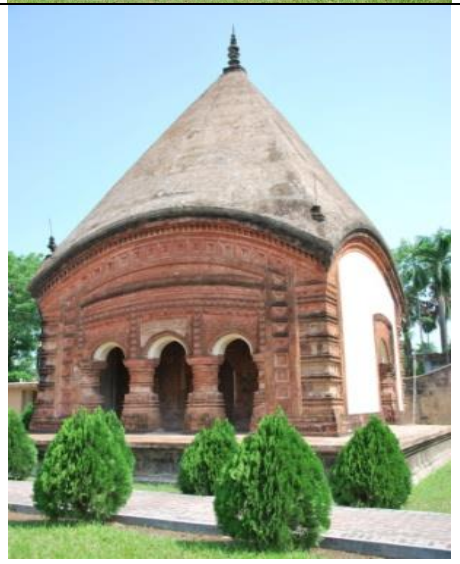	**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৪.৪" উ. ৮৮°৫০'০৫.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৯ অক্টোবর, ১৯৭৫ (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-২১৬)	বড় আহ্নিক মন্দিরের অতি সন্নিকটে উত্তর পাশে ছোট গোবিন্দ মন্দির অবস্থিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরটি ভিত্তি মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের ছাদগুলো চৌচালা আকৃতিতে নির্মিত এবং ছাদের কার্ণিশগুলো ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। চৌচালাগুলোর শীর্ষদেশ কেন্দ্রস্থিত ফিনিয়েলের সাথে মিলিত হয়েছে। মন্দিরটির পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ এবং দক্ষিণ দেয়ালে আরও ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪.	**গোপাল মন্দির** (সালামের মঠ)	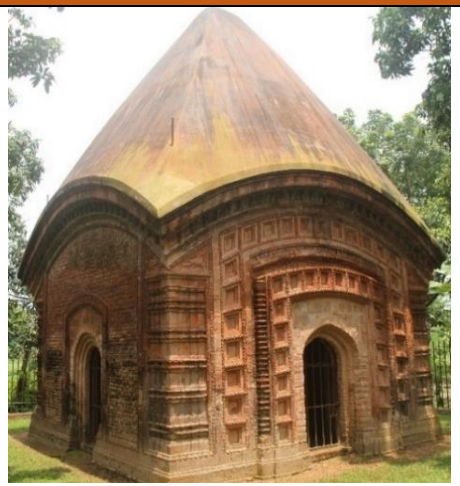	কৃষ্ণপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২১.৭৪১" উ. ৮৮°৫০.০৯৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া বাজার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণপুর গ্রামে এ মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি 'সালামের মঠ' নামে পরিচিত। মন্দিরটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। পূর্বমূখী দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের উপর ও এর চারপাশে চমৎকার পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম ও উত্তর পাশের দেয়ালে ৩ টি করে এবং দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথের দু'পাশে ২টি করে কুলঙ্গি বিদ্যমান। মন্দিরে কোন শিলালিপি না থাকলেও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও শিল্পশৈলীর বিচারে এটি ১৭শ-১৮শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।
১৫.	**শিব মন্দির** (খিতিশ চন্দ্রের মঠ)	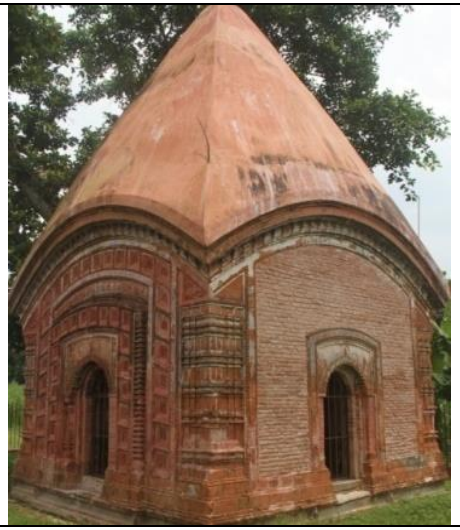	কৃষ্ণপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২১.৭৪১' উ. ৮৮°৫০.০৮৮' পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	স্থানীয়ভাবে খিতিশ চন্দ্রের মঠ হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি একটি শিব মন্দির। নির্মাণশৈলীর বিচারে মন্দিরটি ১৮ বা ১৯ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়। মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে। তবে এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথটি ছিল প্রধান প্রবেশ পথ। প্রধান প্রবেশ পথটি বাইরের দিকে কিছুটা উদগত এবং এটির দু'পাশে ও উপরে চমৎকার পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম ও উত্তর পাশের দেয়ালে একটি করে কুলঙ্গি বিদ্যমান।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬.	**কেষ্ট খেপার মঠ**		জীবনপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২১.৭৭০" উ. ৮৮°৫০.৪৬৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	বর্গাকার ভূমি পরিকল্পায় নির্মিত এ মঠের দক্ষিণ দেয়ালে ১টি মাত্র প্রবেশ পথ এবং উপরে ইট দ্বারা নির্মিত ২৫টি মৌচাকৃতির গঠন শৈলী বিশিষ্ট ছাদ দ্বারা আবৃত। এ মঠে তেমন কোন অলংকরণ নেই। তবে চারপাশের দেয়ালে কিছু প্যানেল লক্ষ্য করা যায়। প্যানেলগুলো বন্ধ দরজার আকৃতিতে নির্মিত। ছাদের নীচে কার্ণিশ বরাবর কিছু অলংকরণ রয়েছে। মঠটির নির্মাণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে চুন ও সুরকি।
১৭.	**হাওয়া খানা**		তারাপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২২'১৫.৫" উ. ৮৮°৪৮'৫১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া-রাজশাহী মহাসড়কের তারাপুর বাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দক্ষিণে এবং পুঠিয়া বাজার থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি পুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে হাওয়াখানা অবস্থিত। খিলান আকৃতির ভিত্তি বেদীর উপর নির্মিত। নীচতলার আর্চযুক্ত দুই তলা বিশিষ্ট এ ইমারতের পশ্চিম দেয়ালে একটি এবং অপর তিন দিকে ৩টি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মূল কক্ষের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। পুঠিয়া রাজবাড়ীর সদস্যরা রাজবাড়ী থেকে রথ বা হাতীযোগে, পুকুরে নৌকায় চড়ে এসে অবকাশ যাপন এবং পুকুরের খোলা হাওয়া উপভোগ করতেন বলে জানা যায়।
১৮.	**কিসমত মারিয়া মসজিদ এবং বিবির ঘর**		**দুর্গাপুর**	২৪°২৫'৩২.৯" উ. ৮৮°৪৬'৪৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলার মাড়িয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন আমলের এক মসজিদের নাম কিসমত মারিয়া মসজিদ অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির পূর্বদিকের দেয়ালে তিনটি খিলান আকৃতির প্রবেশ পথ রয়েছে। পশ্চিমের কিবলা দেয়ালে ছোট তিনটি অগভীর আয়তাকার মিহরাব রয়েছে। মসজিদটির স্থাপত্যিক বিন্যাস অনুযায়ী এটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। মসজিদের মূল অংশের দক্ষিণ পার্শ্বে ঘেষে একটি দ্বিতল স্থাপনা রয়েছে যা বিবির ঘর নামে পরিচিত ।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯.	**বাঘা মসজিদ**	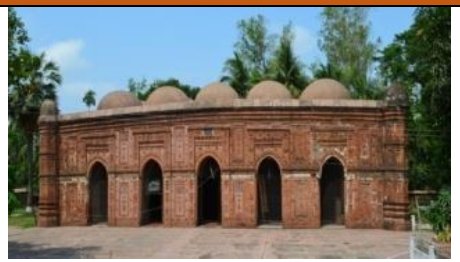	**বাঘা**	২৪°১১'৪৫.৭" উ. ৮৮°৫০'২২.১" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 23)*	বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ ৯৩০ হিজরী (১৫২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে দশ গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে খিলান বিশিষ্ট পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা খচিত পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত। মিহরাবগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য রয়েছে।
২০.	**কুমারপুর ঢিবি মাজার** (আলী কুলি বেগের মাজার)	 	**গোদাগাড়ী**	২৪°২৩.৭৪৩" উ. ৮৮°৪৬.১৫৫" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 25)*	রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১৩ কিমি পশ্চিমে রাজশাহী-গোদাগাড়ি পাকা সড়কের পাশে কুমারপুর ঢিবি ও মাজার অবস্থিত। বর্গাকার মাজারের ছাদের অংশ নেই। এটি জনৈক আলি কুলি বেগের মাজার বলে কথিত আছে। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মাঝের মিহরাবটি বড়। মেঝে কালো পাথর দিয়ে বাঁধানো।
২১.	**উপর বাড়ি মাউন্ড এবং মকরমা মাউন্ড**		**গোদাগাড়ী**	২৪°৪০.০৭০" উ. ৮৮°৪৩.৬৭৮" পূ.	কলকাতা গেজেট ০৫ মার্চ ১৯২৫	কুমারপুর মাজার ঢিবির কিছু উত্তরে উপরবাড়ি নামক আরও একটি ঢিবি রয়েছে। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক ঢিবিতে আংশিক উৎখনন কার্য চালানোর ফলে একটি ইমারতের দেয়াল ও কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২.	দেওপাড়া দিঘি ও দরগাহ		গোদাগাড়ী	২৪°৪৪.০০১" উ. ৮৮°৫০.৭৩০" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	রাজশাহী জেলা শহর থেকে ৫ কি.মি. পশ্চিমে গোদাগাড়ি উপজেলাধীন দেওপাড়া নামক গ্রামে এ দিঘি ও দরগাহ অবস্থিত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সি, টি, মেটকাফ এখান থেকে 'দেওপাড়া প্রশস্তি' নামক একটি প্রস্তরলিপি উদ্ধার করেন। দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটিকে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার পূর্বসূরি বলা হয়ে থাকে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুমার শরৎ চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পন্ডিত এই এলাকায় অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, শিলাখণ্ড ও প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে সমর্থ হন এবং অভিমত প্রদান করেন, অঞ্চলটি সেন বংশের রাজধানী বিজয়নগর।
২৩.	ধানোরা ঢিবি		তানোর	২৪°৪৩.৯৯৬" উ. ৮৮°৫০.৭৩০" পূ.	কলকাতা গেজেট ১৬ এপ্রিল ১৯২৪	ধানোরা ঢিবিটি রাজশাহী জেলাধীন তানোর থানার অন্তর্গত মাদারীপুর বাজার থেকে প্রায় ১.৫ কি.মি. পশ্চিমে ধানোরা গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে ঢিবির উপরিভাগ বেশ কয়েকটি তালগাছসহ বিভিন্ন প্রকার গাছপালা-লতাগুল্ম দ্বারা আবৃত। স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে জানা যায় এখানে একসময় রাজবাড়ি ছিল।
২৪.	বিহারৌল ঢিবি		তানোর	২৪°৬৮.৬২১" উ. ৮৮°৬১.১৯২" পূ.	কলকাতা গেজেট ১৬ এপ্রিল ১৯২৪	রাজশাহী জেলা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিমি সোজা উত্তরে তানোর থানার অন্তর্গত মাদারিপুর গ্রামের মাইল খানেক উত্তওের বিহারৈল নামক একটি প্রাচীন ঢিবি অবস্থিত। ১৯২২-২৩ খ্রিঃ কে এন দীক্ষিত এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং স্থানটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান বলে অবিহিত করেন। বিহারৌল থেকে সংগৃহীত একটি বুদ্ধমূর্তি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উৎখনন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢিবির মাঝখানের উন্মুক্ত অঙ্গনের চারদিকে প্রাচীন প্রচলিত রীতিতে একটি বিহার নির্মাণ করা হয়েছিল।
২৫.	বীরকুৎসা জমিদার বাড়ি		বাগমারা	২৪°৩৩'৩৯.৩" উ. ৮৮°৫৭'২৬.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ আগস্ট ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৫)	রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলাধীন বীরকুৎসা গ্রামে এ জমিদার বাড়ি অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে ১৮৫০ খ্রি. স্থানীয় জমিদার অভীনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই জমিদার বাড়িটি নির্মিত হয় এবং ১৯৪০ খ্রি. পর্যন্ত তার বংশধরেরা এটি ব্যবহার করেন। দক্ষিণমূখী এ জমিদার বাড়ির সম্মুখে (দক্ষিণে) মূল ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট এবং ইটের গাঁথুনিতে চুন সুরকী ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া দুই তলা ভবনের উত্তর পূর্ব দিকে একটি একতলা ভবন রয়েছে যা দুই তলা ভবন নির্মাণের পূর্বে ব্যবহৃত হত বলে স্থানীয় জনসাধারণ মতামত ব্যক্ত করেন। জমিদার বাড়িটি বৃটিশ স্থাপনার গঠন বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬.	গোয়ালকান্দি জমিদার বাড়ী		বাগমারা	২৪°৩২'৫৪.২" উ. ৮৮°৫২'২৪.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ আগস্ট ২০১৮ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৩১)	বাগমারা উপজেলা পরিষদ হতে ৮ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে গোয়ালকান্দি গ্রামে এই জমিদার বাড়ি অবস্থিত। এ জমিদার বাড়ির সম্মুখে পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত একটি একতলা ভবন এবং এর সংলগ্ন উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত একটি দুই তলা ভবন রয়েছে। উক্ত দুই তলা ভবনের পিছনে (পূর্ব দিকে) পৃথক একটি দুই তলা ভবন রয়েছে যা অতীতে জগধাত্রী মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া অন্যান্য স্থাপনাসমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **বগুড়া**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **৪৯ টি (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. **রাজা গোপীনাথের ধাপ**		**৬. বগুড়া** (মোট ৪৯টি)	**বগুড়া সদর**		No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	
২. **স্কন্ধের ধাপ**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৩৫.০"উ. ৮৯°২১'০১.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে 'কার্তিকেয় মন্দিরের' উল্লেখ আছে। এ মন্দির ছিল পুন্ড্রনগরে। স্কন্ধের ধাপকে অনেকে সেই কার্তিকেয় মন্দির বলে মনে করেন। রামচরিতে যে স্কন্ধনগরের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে শোনিতপুর বলে একটি নগরী আছে, সেই স্কন্ধনগরকেও বর্তমান ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে কেউ কেউ অভিন্ন বলে ধরে থাকেন।
৩. **নিতাই ধোপানীর পাট**			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৬'০৮.৯"উ. ৮৯°২০'৩১.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	জনপ্রবাদ অনুসারে বাংলার রোমাঞ্চকর লোক কাহিনীর নায়ক-নায়িকা বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত। মনসাদেবীর সহচরী নেতাই ধোপানীর আবাসস্থলই নেতাই ধোপানীর পাট বা ঘাট। মনসার বস্ত্রাদি ধোলাই কালে কাল সাপে কাটা মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পান এ ঘাটে। নিঃসন্দেহে এটি ধর্মীয় কাল্পনিক অনুভূতি বা চিত্তাকর্ষক গল্প। পরীক্ষামূলক খননের মাধ্যমে জানা যায়, এ ঢিবিতে মধ্য যুগীয় (১২০০ খ্রিঃ থেকে ১৮০০ খ্রিঃ) আমলে নির্মিত একটি বিরাট মন্দির বা স্তুপ জাতীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
৪. **লক্ষ্মীন্দরের মেধ** (গোকুল মেধ)			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৬'১০.৪"উ. ৮৯°২০'১১.৮"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1992	খননের ফলে এ প্রত্নস্থলে এমন একটি স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় যার যথার্থ পরিচয় (স্তুপ?/ মন্দির?) নির্ণয় করা দূরূহ কাজ। এখানে নানা আয়তনের ১৭২টি কুঠুরী আবিষ্কৃত হয়। খননের ফলে যে সমস্ত চিত্রফলক ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গেছে তাতে এর আদি নির্মাণকাল ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরবর্তী গুপ্তদের সময়ে ছিল বলে ধারণা করা হয় এবং সেগুলি নির্দেশ করে যে এ বিশালাকার ধ্বংসাবশেষটি ক্রশাকার ও বহুতল বিশিষ্ট ভিত্তি মন্ডপের উপরে বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্রীয় উপাসনালয় ছিল।
৫. **খামার ধাপ**			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৫'৫৯.৬"উ. ৮৯°২০'১২.৯"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ক্ষতিগ্রস্ত এ ঢিবির দক্ষিণ পূর্ব কোণে পূর্ব-পশ্চিমে ১টি ইটের দেয়াল পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্ত দেয়ালের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪ ফুট লম্বা এবং উচ্চতা ২.৫০ ফুট। অল্প কিছু প্রাচীন মৃৎপাত্র ঢিবিটির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঢিবিটির চতুর্দিকে ১০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢিবিটি দেখে মনে হয় এখানে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতকের কোন ধর্মীয় স্থাপনা লুকায়িত আছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬. **ওঝা ধনন্তরীর ভিটা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৪৭.৩"উ. ৮৯°১৯'৪৪.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	বাংলার রোমাঞ্চকর লোক কাহিনী বেহুলা-লক্ষিন্দরের সঙ্গে ওঝা ধনন্তরীর ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। ওঝা ধনন্তরীর আবাস ভূমির নামই ওঝা ধনন্তরীর ভিটা। ওঝা ধনন্তরী স্বর্পে কাটা রোগীর চিকিৎসক। মনসা দেবীর বিষে বিপন্ন জীবন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চাঁদ সওদাগরের একমাত্র পুত্র লক্ষিন্দরকে ওঝা ধনন্তরী চিকিৎসা দিয়েছিলেন। এ প্রত্নস্থল ও সংলগ্ন আবাদী এলাকা থেকে ইটের ভগ্নাংশ ও প্রচুর মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে।
৭. **ষষ্ঠিতলা** (ষষ্ঠিতলা মন্দির)			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৫৮.০"উ. ৮৯°১৮'৪৬.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবিতে প্রচুর পরিমাণে ইট-পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর পাদদেশে ও উপরিভাগ ছড়িয়ে থাকা সাংস্কৃতিক নিদর্শণের চিহ্ন থেকে অনুমিত হয় যে, এ ঢিবিতে গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
৮. **রাশমঞ্চ** (রাসমঞ্চ মন্দির)			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৫'৫৬.৫"উ. ৮৯°১৮'৪৪.৪"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	দোলমঞ্চ (রাসমঞ্চ) ঢিবিটি চাঁদমুহা হরিপুর গ্রামের উত্তর পাশে এবং সোনা রায় বিলের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এর দক্ষিণ পাশে মাটি কেটে আবাদি জমি তৈরি হয়েছে
৯. **কাঁচের আঙ্গিনা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৫৬.২"উ. ৮৯°১৮'৩৪.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবির উপরে অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ঢিবিটি বাশঝাড় ও অন্যান্য গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত। ঢিবির নিচে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থাপনা লুকিয়ে আছে বলে অনুমিত হয়

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০. **সওদাগর ভিটা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৫১.৭"উ. ৮৯°১৮'৩৮.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবির উপরে অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ঢিবিটি বাশঝাড় ও অন্যান্য গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত। ঢিবির নিচে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থাপনা লুকিয়ে আছে বলে অনুমিত হয়।
১১. **ধন ভান্ডার ঢিবি**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৪৬.৮"উ. ৮৯°১৮'৩১.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবিটি আকারে চোঙ্গাকৃতির ও উপরি ভাগ ঘনবিন্যস্ত। ঢিবিটির পাদমূলে ইটের ভগ্নাংশ ও মৃৎপাত্রের টুকরা দেখা যায়। ঢিবিটির গভীরে পার্থিব স্থাপত্যিক কাঠামো রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি কাটার ফলে প্রায় ৫ ফুট পরিমাপে ধাবমান ইটের দেয়াল পরিলক্ষিত হয়। ঢিবিটি চাঁদ সওদাগরের বাড়ির বহিরাংশ বলে মনে হয়।
১২. **দুলু মাঝির ভিটা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'১৩.৪"উ. ৮৯°১৮'৪৫.৮"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	সামুরাই বিলের দ্বারা উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে পরিবেষ্টিত এ স্থানটি দুলুমাঝির ভিটা নামে পরিচিত। এ বিরাট ঢিবির ব্যাস প্রায় ১২০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার। ঢিবির সর্বত্রই প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, এখানে বিরাট আকারের কোনো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ লুকায়িত আছে।
১৩. **সন্ন্যাসীর ধাপ- ১নং** (ছোট টেংরার ধাপ)			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'৪৯.৬"উ. ৮৯°১৮'০৮.৩"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	এ ঢিবিটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় বহু পূর্ব হতে ঢিবির মাটি কেটে সম্পূণরূপে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ঢিবিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে। তবে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন পো-শি-পো বিহার বা ভাসু বিহার পরিদর্শন করেছিলেন তখন তিনি যে অবলোকিতেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা এ ছোট ট্যাংরা ঢিবিতেই ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪. **সন্ন্যাসীর ধাপ- ২নং** (বড় টেংরার ধাপ)			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'৩৩.৫"উ. ৮৯°১৮'২৩.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	১৯৯২ সালে গুপ্ত (৩১৮-৫৭৮ খ্রিঃ) আমলের মথুরা শৈলী রীতিতে লালচে আভা যুক্ত বেলে পাথরের তৈরি একটি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। সমীক্ষায় বলা যায়, ট্যাংরা গ্রামের সন্ন্যাসীর ধাপটি গুপ্ত যুগের একটি বিশালাকার বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।
১৫. **সন্ন্যাসীর ধাপ- ৩নং** (টেংরা) (সরলপুর)			**বগুড়া সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	সন্ন্যাসীর ধাপ প্রত্নঢিবিটি গোকুল মেড় হতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৯০'০"। উচ্চতা পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি থেকে প্রায় ২৭'০"। চতুরস্র আকৃতির জন্য এটা সহজেই অনুমেয় যে, এ ঢিবিতে কোনো শিখরযুক্ত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে।
১৬. **কানাই ধাপ**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৬'৪৫.২"উ. ৮৯°১৯'২১.৯"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ শা:উ/১এ-৩০/৮০/২৮৬ ২৭ মে ১৯৮৪	১৮৬২ সালে কানাই ধাপ থেকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা (১২) আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি স্বর্ণ মুদ্রা শনাক্ত করা গেছে। একটি চন্দ্রগুপ্ত (৩১৮-৫৭৮ খ্রিঃ) নামাংকিত ও অপরটি কুমারগুপ্তের সময়কালের। তাছাড়া সদ্যোজাত, গনেশ, লক্ষী, কুবের (?), গুপ্ত যুগীয় রামায়ণ বিধৃত এরূপ বহু পোড়ামাটির চিত্রফলক কানাই ধাপ হতে পাওয়া গেছে। প্রণিধান যোগ্য প্রাপ্তি হলো, পূর্বাঞ্চলীয় ব্রাহ্মী বা আদি বাংলায় লিখিত পোড়ামাটির সীল। কানাই ধাপটি গুপ্ত যুগের অপার্থিব স্থাপত্যিক কাঠামো বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমিত হয়।
১৭. **গোদাইর বাড়ী ধাপ**			**বগুড়া সদর** মথুরা	২৪°৫৬'৫১.৮"উ. ৮৯°১৯'৩৩.২"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ এলবি/১এ-৪৪/৭৬/৮২/২(৪) - সংক্রী ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৭	মহাস্থানগড় জাদুঘর থেকে প্রায় তিন কিমি পশ্চিমে এ ঢিবি অবস্থিত। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' এ বর্ণিত স্কন্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সম্ভবত এ ঢিবিতেই আবৃত আছে। ১৯৩৪ সালে এখানে সীমিত আকারের খনন পরিচালনা করা হয়েছিল

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮. **মঙ্গলকোট**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'৩২.৬"উ. ৮৯°১৯'২৮.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় দুর্গপ্রাচীরের অনতিদূরে বর্তমানে পলিবাড়ি গ্রামে মঙ্গলকোট নামক ঢিবিটি অবস্থিত। সীমিত আকারে খননের ফলে প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির মাথা ও দেহের উর্ধ্বাংশসহ পোড়ামাটির মাথা পাওয়া যায়। যার মধ্যে বেশ কিছু সর্প ফনাযুক্ত ও আবক্ষ মূর্তি, যার অধিকাংশই নারী মূর্তির ভগ্নাবশেষ। খননে প্রাপ্ত দগ্ধ ও অদগ্ধ প্রায় সকল মূর্তির উৎকীর্ণ গহনা, সুবিন্যস্ত কেশ, মুখের ভঙ্গি ও সুঠাম দেহ নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগীয় (খ্রিঃ ৩১৮-৫৭৮ অব্দ) পোড়ামাটি শিল্পকর্মের অপূর্ব নিদর্শন। মূর্তিগুলো অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়। খননে বিহারের অবকাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। ধারণা করা যায় এখানে একটি মন্দির ছিল।
১৯. **খুল্লানীর ধাপ**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'৪১.৬"উ. ৮৯°১৯'৩৪.৪"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থান দূর্গ নগরী হতে প্রায় ২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে চিংগাশপুর গ্রামে খুলনার ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সীমিত আকারে খননের ফলে ধারণা করা যায় যে এখানে কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ঢিবিটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশসহ প্রত্নবস্তু দেখা যায় ।
২০. **পদ্মার দরগাহ** (পদ্মার বাড়ি)			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'১৯.৮"উ. ৮৯°১৯'৫১.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীর সংলগ্ন কালিদহ সাগরের মধ্যে পদ্মার বাড়ি ধাপ অবস্থিত। এটি মূল ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন এবং বর্ষা কালে পদ্মার বাড়ি ধাপটিকে একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। এ প্রত্নস্থলে প্রচুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জঞ্জাল পরিলক্ষিত হয়। ইটের আকৃতি ও খোলামকুচি দৃষ্টে অনুমিত হয় ধাপটি খ্রিঃ ষষ্ঠ শতক হত ৭ম শতকে নির্মিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা।
২১. **মাদারির দরগাহ**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'২৩.১"উ. ৮৯°১৯'৪৬.৩"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবিটিতেই ইটের ভগ্নাংশ ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক পোড়ামাটির গুটিকা, বল, স্বল্প মূল্যবান পাথরের গুটিকা সংগ্রহ করছে বলে জানা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ঢিবিটি একটি অপার্থিব স্থাপত্যিক কাঠামো বা স্তুপা। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকা পার্থিব জনবসতি ছিল। তবে সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে ঢিবিটির নির্মাণ কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২. **মোহাম্মদ আলী প্যালেস**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫০'৫৪.৫"উ. ৮৯°২২'৩৫.৬"পূ.	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	এ নবাব বাড়িটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী একটি প্রাচীন স্থাপত্য। নবাব বাড়ীর স্থাপত্যশৈলী (ইন্দো-ইউরোপীয়) প্রধান প্রবেশ দ্বারের নকশা ও স্থাপত্যশৈলী দেয়ালে অঙ্কিত রণক্ষেত্রের দৃশ্য, ব্যবহার্য আসবাবপত্রে নকশা ও স্থাপত্যশৈলী, যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহ, বিভিন্ন শিল্পকর্ম এবং সৌদিবাদশা কর্তৃক উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত গ্রাউনগুলো শুধু নবাব বাড়িটির ঐতিহ্য বহন করে না বরং জীবন্ত ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে।
২৩. **ছাগলনাইয়া ঢিবি**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'৪৬.৩"উ. ৮৯°১৯'২৭.৬"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ আগস্ট ২০০৬	খুলনার ধাপ হতে প্রায় ২ কিমি পশ্চিমে চিংগাশপুর গ্রামে ছাগলনাইয়ার ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবিটির আয়তন প্রায় ১২৫ী ১২০ী ৩.৫ মিটার। এ ঢিবি থেকে স্থানীয় জনসাধারণ প্রচুর পরিমান ইট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে বেশকিছু গর্ত লক্ষ্য করা যায়। ঢিবিটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশসহ প্রত্নবস্তু দেখা যায়। ঢিবিটি উৎখনন করে এর নিচে লুকায়িত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব।
২৪. **খেরুয়া মসজিদ**	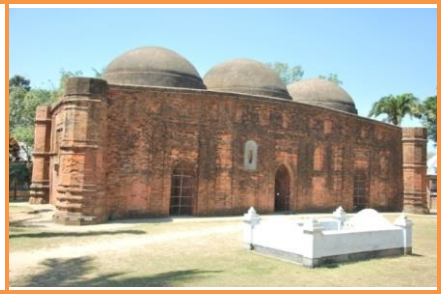		**শেরপুর** শাহ বন্দেগী	২৪°৩৯'৩২.৯"উ. ৮৯°২৫'০১.৭"পূ.	No. F.16/61/50-Ests. Dt. 5-8-1950	মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপির তথ্য অনুযায়ী হিজরী ৯৮৯/ ১৫৮২ খ্রি. জওহর আলী কাকশালের পুত্র মীর্জা মুরাদ খান কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। অতি সুন্দর কারুকার্য করা কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত হলেও মসজিদের বাইরের দেয়ালে কোন পোড়ামাটির চিত্রফলক নেই।
২৫. **জামুর ঢিবি**			**শেরপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ এপ্রিল ২০১১	জামুর ঢিবিটি প্রায় ১.৫০ একর জায়গার উপর অবস্থিত। ঢিবিটির উচ্চতা আনুমানিক ৯.১০ মিটার। ঢিবিটিতে ছোট ছোট বন জঙ্গলে ভরপুর। ঢিবির বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীনকালের ছোট ছোট ইট দৃশ্যমান হয়ে আছে। এ ইটগুলো সংগ্রহ করার জন্য স্থানীয় জনগন বিভিন্ন সময় ঢিবিটি কেটে ইটগুলো নিয়ে যায়। যার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। আবার ঢিবি অনেক স্থানে দেখা গেলো বড় ধরনের গর্ত করে ঢিবির ভিতরে প্রবেশ করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬. **মহাস্থানগড়** (মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীর)			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'৩৮.৬"উ. ৮৯°২০'৪২.৪"পূ.	No.1233 Misc. the 22nd November, 1920	মহাস্থানড় বা পুন্ড্রনগর বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। তিন দিকে পরিখা, এক দিকে করতোয়া নদী বেষ্টিত প্রায় ১৫২৫ মিটার লম্বা ও ১৩৭০ মিটার চওড়া এ পুন্ড্রনগরী। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হতে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী হতে খ্রিস্টীয় ১৫শ শতক পর্যন্ত এ নগর খুব জাঁকজমকপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ছিল। বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পরাক্রান্ত মৌর্য, গুপ্ত, পাল এবং বহু হিন্দু সামন্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ খননের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রাচীন পুন্ড্রনগর বর্তমান মহাস্থানগড় দুর্গ নগরী খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে গোড়াপত্তন হয়েছিল।
২৭. **মহাস্থান মসজিদ** (ফরুখশিয়ার মসজিদ)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৬'৫৯.০"উ. ৮৯°২০'৫৩.২"পূ.	No. F-5-2/63-A & M Dt. 27-4-1965	মহাস্থান দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির প্রবেশ পথের উপর প্রোথিত লেখা প্রস্তর ফলক হতে জানা যায়, ১১৩০ হিজরীতে (১৭১৯ খ্রি.) ফারুক শিয়রের রাজত্বের ৭ম বৎসরে খোদাদিল নামক ব্যক্তি কর্তৃক এটি নির্মিত। মসজিদের ভিতরের দেয়ালের অলংকরণ মোটামুটি ঠিক থাকলেও বর্হিদেয়ালের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বাংশে মোজাইক এবং পশ্চিমে টাইলস দ্বারা অলংকরণ বিকৃত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাচীন মসজিদের চর্তুদিকে আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।
২৮. **খোদাই পাথর ঢিবি** (খোদাই পাথর ভিটা)			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'০২.৬"উ. ৮৯°২০'৫১.৭"পূ.	No. 2637-Mis. Dt. 30-12-1922	খোদাই পাথর ভিটা ঢিবির উপরে মাঝামাঝি স্থানে বিরাট আকারের একটি গ্রানাইট পাথর আছে। স্থানীয় লোকজন এ কারণে এটিকে খোদার পাথর ভিটা বলে নামকরণ করেছে। পাথরখন্ডটিতে নানা প্রকার ফুল, পাতা ও মূর্তি খোদাই করা নকশা থেকে পূর্বে এটিকে খোদাই পাথর ঢিবি বলে নামকরণ করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালে খননের ফলে দেখা যায় যে, বৃহদায়তনের পাথরটি ২.৭২ মিটার লম্বা একটি দেয়ালের উপরিভাগমাত্র। পাথরের চারিদিকে ১.৫১ মিটার গভীর মাটি সরানোর ফলে ১টি মন্দিরের পাথরের মেঝে আবিষ্কৃত হয়।
২৯. **মানকালীর কুণ্ড মসজিদ** (মানকালীর ঢিবি)			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'০৮.২"উ. ৮৯°২০'৫১.৩"পূ.	No.2637 Misc. 30th December, 1922	খোদার পাথর ভিটা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে একটি উঁচু ঢিবি ছিল। পন্ডিতদের মতে ঘোড়াঘাটের 'মানখালীদের' নামানুসারে এ ভিটাটির এরূপ নামকরণ হয়েছে। মানখালীগণ বাংলার সুলতানী আমলে খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শুঙ্গ যুগের কয়েকটি চিত্রফলক ও বিখ্যাত পোড়ামাটির পাত্রের টুকরাদি ছাড়াও সুলতানী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য জামে মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০. **পরশুরামের প্রাসাদ**			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'০১.২"উ. ৮৯°১৯'৫৮.১"পূ.	No.2637 Misc. 30th December, 1922	পরশুরামের প্রাসাদ ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে যেসব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। স্থানীয়ভাবে এটি তথাকথিত হিন্দু নৃপতি পশুরামের প্যালেস নামে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে তিনটি নির্মাণ যুগের স্থাপত্যিক কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শন অনুযায়ী এ প্রত্নস্থানটি ৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দীর।
৩১. **বৈরাগির ভিটা**			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'৩৩.৪"উ. ৮৯°২০'৪৩.৭"পূ.	No.2637 Misc. 30th December, 1922	পরশুরামের প্রাসাদ থেকে প্রায় ৬০০ মটার উত্তর-পশ্চিমে বৈরাগীর ভিটা নামে একটি বিরাট ঢিবি ছিল। আয়তাকার এ ঢিবি ছিল পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ৩.০৩ মি. উঁচু। ১৯২৮-২৯ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সর্বপ্রথম কে.এন.দীক্ষিতের তত্ত্বধানে এখানে খননকার্য করা হয়। খননের ফলে এখানে প্রথম ও শেষ পাল যুগের ২টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়াও বৈরাগীর ভিটায় গভীরতর স্তরে খননের ফলে প্রথম পালযুগীয় ইমারতের নীচে কমপক্ষে ২টি নির্মাণ যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।
৩২. **বিষ মর্দন** (বিশ মর্দন)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'২৯.৮"উ. ৮৯°২০'০৮.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	পশ্চিম দুর্গপ্রাচীরের ১০০ ফুট পশ্চিমে কালিদহ সাগরের মধ্যস্থিত স্থানে এ ঢিবির অবস্থান। বর্ষাকালে ঢিবিটি একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৯০ মি, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১৫ মি এবং উচ্চতা ২ মি। দক্ষিণাংশে স্থাপত্যিক কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। ঢিবিটির উপরিভাগে মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইটের স্থাপত্যিক কাঠামো দৃষ্টে মনে হয় ঢিবিটি প্রাক-মধ্য যুগীয় আমলের।
৩৩. **গোবিন্দ ধাপ মন্দির** (গোবিন্দ ভিটা)	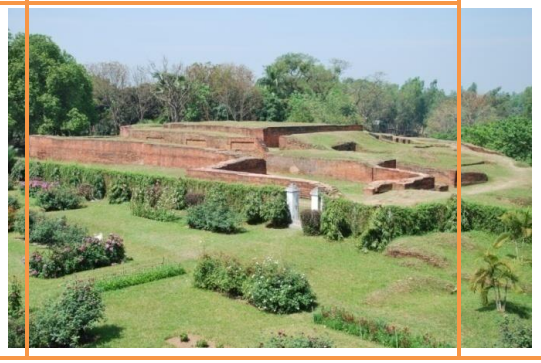		**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'৪৬.০"উ. ৮৯°২০'৪৪.৮"পূ.	No. 1637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় দুর্গ নগরীর বাহিরে করতোয়া নদী ঘেঁষে গোবিন্দ ভিটার অবস্থান। গোবিন্দ ভিটায় খননে বহু মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মৃৎপাত্রে ইলিয়াস শাহ (১৩৭৫ খ্রি.) হতে সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের (আনু. ১৪৮০ খ্রি.) সময় পর্যন্ত কয়েকজন স্বাধীন সুলতানী আমলের ১৮টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। গোবিন্দ ভিটায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলো খ্রিঃ পূর্ব হতে খ্রিঃ ১৫ শতক পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া মূল স্থাপত্যিক কাঠামোটি খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর। ধারণা করা যায়, খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দের পূর্বেও এখানে জনবসতি ছিল। কিন্তু ঐ সময়ের কোন ইমারত গড়ে ওঠেনি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৪. **লহানার ধাপ**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'৫৬.৯"উ. ৮৯°১৯'২৬.৮"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	লহনার ধাপ ঢিবিটি ইট হরণকারীদের দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এর ফলে প্রাচীন ইট নির্মিত একটি প্রাচীরের কিছু অংশ বের হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এখানে প্রাচীন মৃৎপাত্র ও পাথরের ভগ্নাংশ প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে এখানে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ লুকায়িত আছে।
৩৫. **ডাকিনির ধাপ**			**শিবগঞ্জ**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	এ প্রত্নস্থলটিতে একদা একজন তান্ত্রিক মহিলা তার বসতি স্থাপন করেন বিধায় জায়গাটির নাম ডাকিনির ধাপ। বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে এই ঢিবিটি অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে ইট ও পাথরের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এটি ৭ম-৮ম শতকের স্থাপনা বলে অনুমিত হয়।
৩৬. **সুর দীঘির ধাপ**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৮'২২.৭"উ. ৮৯°১৯'১৪.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	যদিও প্রত্নস্থলটির নামের সাথে দিঘীযুক্ত রয়েছে কিন্তু এর আশপাশে কোন দিঘীর আস্তিত্ব নেই। ধাপটির পাদমূলে একটি ছোট পুকুর রয়েছে। স্থানীয় নাম অনুসারে ধাপটির দক্ষিণে অনতিদূরে 'দু' সতিনের পুকুর' নামে একটি বড় দিঘী রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে সুর দিঘীর ধাপের বিদ্যমান মন্দির বা স্তূপা আসলে প্রাক-মধ্য যুগীয় আমলের
৩৭. **কাঞ্জির হাড়ি ধাপ**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৮'২৬.২"উ. ৮৯°১৯'০২.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	বিহার আকৃতির বড় আকারের এ ধাপটি মহাস্থান জাদুঘর থেকে অনতিদূরে সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে অবস্থিত। দু'সতিনের পুকুর, শব্দল দিঘী, মালপুকুরিয়া, যোগীর ধাপ, সুর দিঘীর ধাপ এ প্রত্নস্থলটির মোটামুটি কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। ধাপটির পরিমাপ পূর্ব পশ্চিমে ১৪৫ মিটার, উত্তর দক্ষিণে ১৪০ মিটার, উচ্চতা ৭ মিটার। বিহারটি প্রাক-মধ্য যুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা বলে অনুমিত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৮. **ধনিকের ধাপ**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৮'২৫.২"উ. ৮৯°১৯'১৫.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ধনিকের ধাপ (ডাকিনির ধাপ) হল ১টি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের ঢিবি। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রাপ্ত নমুনা থেকে অনুমান করা হয় যে, এটি ৭ম-৮ম শতাব্দীর কোন স্থাপত্যিক কাঠামো ধ্বংসাবশেষের প্রত্নঢিবি।
৩৯. **মালিনীর ধাপ**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৮'০৯.৮"উ. ৮৯°১৯'২৫.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মালিনী নামটি মালি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ ফুল উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী। এলাকার অস্পষ্ট জনশ্রুতি রয়েছে পুন্ড্রনগরের ক্ষত্রিয় রাজা পরশুরামের ফুল সরবরাহকারীর নাম অনুসারে এ প্রত্নস্থলটির নামকরণ করা হয়েছে। এ ধাপটির উপরিভাগ শক্ত ও প্রায় অক্ষত। সাইটটির উপরে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের টুকরো সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আকার আকৃতিতে মনে হয় প্রত্নস্থলটি ১টি স্তুপা। ঐতিহাসিকদের মতে মালিনীর ধাপে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলো প্রাক-মধ্য যুগীয় আমলের।
৪০. **দোলমঞ্চ ঢিবি**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৫'৫৬.৫"উ. ৮৯°১৮'৪৪.৪"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	এ ঢিবিটি স্থানীয় জনগণের নিকট দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। এর ভিত্তি অংশের ব্যাসার্ধ ১০০ ফুট। চার পাশের সমতল ভূমি থেকে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। এর কোনো কোনো অংশে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি অপসারণের ফলে ইটের দেয়াল অনাবৃত হয়ে পড়েছে। ঢিবির নাম, দেয়ালের বিন্যাস ও ঢিবির আকৃতি অনুযায়ী এখানে একটি শিখর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ গচ্ছিত আছে বলে ধারণা করা যায়।
৪১. **মাদারতলা নিশানঘাটি**			**শিবগঞ্জ** বিহার	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এলবি/১এ-১০/৭৮/১০৬/(৩) - সংক্রী ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮	ভাসুবিহার থেকে আধ মাইল দক্ষিণ- পূর্বদিকে অবস্থিত এ ঢিবি স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিকট মাদার তলা নিশান ঘাটি নামে পরিচিত। এর আকৃতি গোলাকার এবং এর ব্যাস ৯৫০ ফুট ।পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে এটা ১০ ফুট উচ্চ। শীর্ষদেশের প্রচুর ইট ও পাটকেল ছড়িয়ে আছে।এসব সাংস্কৃতিক নিদর্শণ, ঢিবির আকৃতি ও নামের তুলনামূলক আলোচনা থেকে মাদার পীরের মাজারের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২. **তোতারাম পন্ডিতের ধাপ** (বিহার ধাপ)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'৫১.১"উ. ৮৯°১৭'৫৬.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় হতে প্রায় ছয় কিমি পশ্চিমে নাগর নদীর তীরে বিহার গ্রামে বিহার ধাপ বা তোতারাম পন্ডিতের ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে ১টি আয়তকার সংঘারাম, ১টি মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও প্রায় ৩০০টি বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তোতারাম পন্ডিতের ধাপে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহের আমলের (১৩৫৭-১৩৮৭) রৌপ্যমুদ্রা, ১টি ব্রোঞ্জের ধ্যানীবুদ্ধ, কিছু পোড়ামাটির ফলক, ৩টি পোড়ামাটির মূর্তির মস্তকের অংশ, কিছু পাথরের পুঁতি, অলংকৃত ইট ও বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য।
৪৩. **নরপতির ধাপ** (ভাসু বিহার)			**শিবগঞ্জ** বিহার	২৪°৫৮'৫৮.৮"উ. ৮৯°১৭'৫০.৯"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় হতে ছয় কিমি উত্তর-পশ্চিমে ভাসুবিহার গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে একটি বৃহদাকার উঁচু ঢিবি আছে। যা স্থানীয়ভাবে ভাসুবিহার নামে খ্যাত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে মাঝারি আকারের দুইটি বৌদ্ধ বিহার ও অর্ধ-ক্রুশাকৃতির একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মুক্ত হয়েছে। এ সমস্ত স্থাপত্যিক নিদর্শন ছাড়াও এ প্রত্নস্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে।
৪৪. **সন্ন্যাসীর ধাপ** (ভাসু বিহার)			**শিবগঞ্জ** গোকুল সরলপুর	২৪°৫৮'৫৮.৮"উ. ৮৯°১৭'৫০.৯"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	স্থানীয়ভাবে ঢিবিটির মাটি কেটে সমান করে ঈদগাহ মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৪৫. **জিয়তকুণ্ডু**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'১৭.২"উ. ৮৯°২০'৫২.২"পূ.	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	জিয়তকুণ্ডু নামে পরিচিত ইটের তেরী কূপটির উপরের অংশের ব্যাস ৩.৮৬ মিটার। চতুষ্কোণাকৃতির একটি গ্রানাইট পাথর কূপের অভ্যনএরর উপরের অংশে স্থাপিত। সম্ভবত পানি উত্তোলনের কাজে এই পাথরটি ব্যবহৃত হতো। কূপটির তলদেশ পর্যন্ত আরো দুই সারিতে বেশকিছু প্রস্তর খন্ড আংশিক বাহিরে রেখে দেয়ালের ভেতর প্রোথিত রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৬. **শালিবাহন রাজার বাড়ী স্তুপ**			**কাহালু** আড়োলা	২৪°৫৪'১৯.৩"উ. ৮৯°১৬'৩৪.০"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ ৮ মার্চ ১৯৭৬	ঢিবিটি আকৃতিতে প্রায় বর্গাকার এবং পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ১৯০ মি., পূর্ব পশ্চিমে ১৬০ মি. এবং পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হতে উচ্চতা ৬ মি.। ঢিবিটি আকৃতিতে বিহারের অনুরূপ। ঢিবিটিতে সর্বত্র প্রাচীন মৃৎপাত্রে ও ইটের প্রাচুর্যতা খুব বেশী। একটি ইটের দেয়াল উন্মোচিত অবস্থায় আছে। দেয়াল তৈরিতে চুন সুরকি কাদা মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢিবিটি প্রাক মধ্য যুগীয় আবাসভূমি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়।
৪৭. **যোগীর ভবন**			**কাহালু** আড়োলা	২৪°৫৪'৪৮.০"উ. ৮৯°১৬'৫৩.৫"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর শা:৬/প্র:অধি:-১১/৯৬ তারিখ: ৩০-০৭-২০০১	প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি যোগীর ভবন মহাস্থানগড় দুর্গ নগরী থেকে প্রায় ৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। যোগীর ভবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরগুলোর একটির লিপিমালা নিম্নরূপ- 'সর্বসিদ্ধ সন ১১৪৮ শ্রী সুফলা (১৭৪১ খ্রি.)'। বেষ্টনীর বাহিরে আরও চারটি মন্দির রয়েছে। এগুলোর নাম কাল ভৈরব, সর্বমঙ্গলা, দূর্গা ও গোরক্ষনাথের মন্দির। ধারণা করা হয়, এ স্থানে পূর্বে কোন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তারই ধ্বংসাবশেষের উপরে নাথ সম্প্রদায়ের আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে।
৪৮. **কানসকুয়া** (কানচকুয়া)			**কাহালু** আড়োলা	২৪°৫৪'৪৭.৯"উ. ৮৯°১৬'৫২.৬"পূ.	প্রজ্ঞাপন নং- সবিম/শা:৬ /প্রত্ন: অধি: -, তাং ৩০ জুলাই ২০০১	কানসকুয়া (কানছ/কানচ কুয়া) যোগীর ভবনের অঙনে অবস্থিত একটি কূপ। এটির নির্মাণকাল আনুমানিক আঠার-উনিশ শতক।ধারণা করা হয় যে, যোগীদের জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে এ কূপটি খনন করা হয়েছিল।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৯. **সাজাপুর ঢিবি**			**শাহজাহানপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ এপ্রিল ২০১১	সাজাপুর ঢিবির আশেপাশে কোন বাড়ি নেই, সব ধানি জমি। প্রায় ১ একর জায়গা জুড়ে ঢিবিটি বিস্তৃত। ঢিবিটির নিচের দিকে আয়তন প্রায় ৩০০ মিটার, যা ক্রমশ সরু হয়ে উপরে দিকে উঠে গিয়েছে। উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার। ঢিবিটির সর্ব উপরের স্থানটি সমতল। তবে ঢিবির মাঝখানের স্থানটিতে আনুমানিক ১ মিটার উচু স্থান দেখতে পাওয়া যায়।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **সিরাজগঞ্জ**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১০টি (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো–অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারী বাড়ি** (রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি)		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩১.৫" উ. ৮৯°৩৫'৩৮.৮" পূ.	*Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারদের বাংলাদেশে যে কয়টি বিখ্যাত স্মৃতি স্থাপনা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শাহজাদপুরের কাচারী বাড়ি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবধারায় নির্মিত এই দুই তলা সুরম্য ভবনটি করতোয়া নদীর একটি খালের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। ১৮৯০-১৮৯৫ এই সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকুর এখানে বসে অসংখ্য গান, কবিতা ও ছোট গল্প রচনা করেন। বর্তমানে ভবনটি বিশ্ব কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
২.	**পোতাজিয়া মন্দির** (পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দির)		পোতাজিয়া, **শাহজাদপুর**	২৪°০৯'২৫.৭" উ. ৮৯°৩৪'০৫.৬" পূ.	*Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	পোতাাজিয়া মন্দির একটি নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ধারণা করা হয় যে, এ মন্দিরটি আনুমানিক ১৭ শতাব্দীতে সম্রাট শাহজাহানের সময়কালে নির্মিত। ইট দ্বারা নির্মিত মন্দিরটির দেয়াল ফুলেল পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সুসজ্জিত।
৩.	**শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ** (হযরত মখদুম মসজিদ)		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩৯.৭" উ. ৮৯°৩৬'২১.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদ থেকে প্রায় ১ কি:মি: পূর্বে বাঙ্গালী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সুলতানী আমলে পনের শতকে প্রখ্যাত সুফীসাধক মখদুম শাহদ্দৌলা কর্তৃক এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বহুগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের তিন সারিতে পাঁচটি করে মোট পনেরোটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এ মসজিদ কিবলা কোঠা দেওয়ালের লম্বে, পাঁচটি স্তম্ভপথে ('বে') এবং উত্তর-দক্ষিণে তিনটি স্তম্ভপথে ('আইল') বিভক্ত। বর্গাকার নিম্নভাগ থেকে গম্বুজ স্থাপনের জন্য বৃত্ত নির্মিত হয়েছে উপরে পেন্ডেন্টিভের মাধ্যমে। স্তম্ভগুলি মোটামুটি অষ্টভুজাকৃতির এবং এগুলির ভিত ও ক্যাপিটালও বর্গাকৃতির। পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে চারটি অন্তঃপ্রবিষ্ট মিহরাব। স্থানীয় মসজিদ কমিটি কর্তৃক আধুনিকায়নের ফলে মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**হযরত মখদুম শাহদৌলা এর মাজার শরীফ**	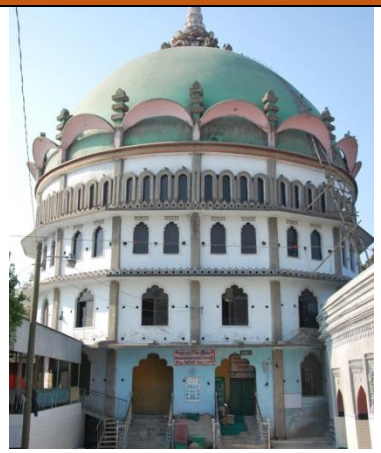	**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩৯.০" উ. ৮৯°৩৬'২১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে হযরত মখদুম শাহদৌলা এর সমাধি অবস্থিত। জনশ্রুতি রয়েছে তিনি ইয়ামেন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য সঙ্গী-সাথীসহ এ স্থানে আগমন করেন। মখদুম শাহদৌলা বাংলার আউলিয়া-দরবেশদের মধ্যে খুবই পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব।
৫.	**হযরত মখদুম শাহদৌলা এর ওস্তাদ শামছুদ্দিন তাবরিজি এর মাজার শরীফ**		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৪০.০" উ. ৮৯°৩৬'২২.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শামছুদ্দিন তাবরিজি এর সমাধি দরগাহ মসজিদ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য তিনি ইয়েমেন থেকে হযরত মখদুম শাহদৌলা এর সাথে এ স্থানে আগমন করেছিলেন। সমাধিটি অক্টাগোনাল ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৬.	**নবরত্ন মন্দির** (হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির)	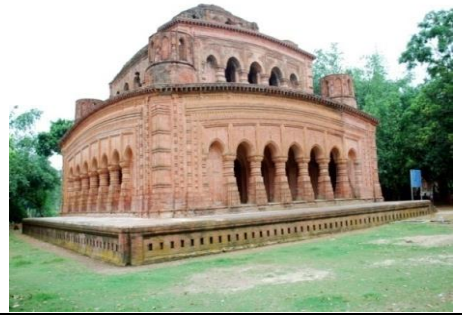	হাটিকুমরুল, **উল্লাপাড়া**	২৪°২৫'৫৮.৪" উ. ৮৯°৩৩'১০.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ অক্টোবর ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	তিনতলা বিশিষ্ট বর্গাকার এ মন্দিরটি পোড়ামাটির ফলকসমৃদ্ধ নয়টি চূড়া দ্বারা সুশোভিত ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে জনৈক রামনাথ ভাদুড়ী মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে এই মন্দিরটি নির্মান করেছিলেন। এ মন্দিরটি প্রায় দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। চারদিকে টানা বারান্দাসহ মধ্যস্থলে উপাসনা কক্ষটি বেশ বড়। মন্দিরে সর্বমোট ৯টি চূড়া ছিল যা পরবর্তীতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার চূড়া প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকদের মতে মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত একটি নবরত্ন মন্দির।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**বাংলা ঘর (বাংলা মন্দির)**	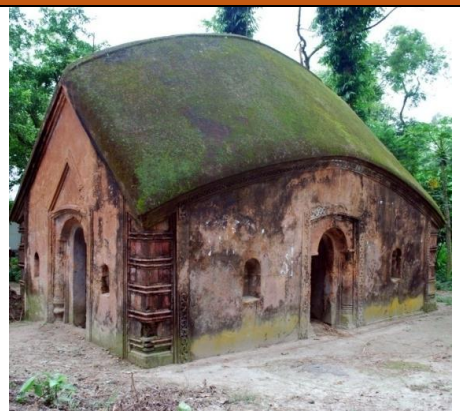	হাটিকুমরুল **উল্লাপাড়া**	২৪°২৬'০০.৪" উ. ৮৯°৩৩'১০.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ অক্টোবর ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির কমপ্লেক্সের ভিতরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মন্দিরটি বাংলার চালা স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে দোচালা ঘরের আকারে নির্মিত। স্থানীয়ভাবে এটি বাংলা ঘর নামে পরিচিত।
৮.	**ছোট শিব মন্দির**	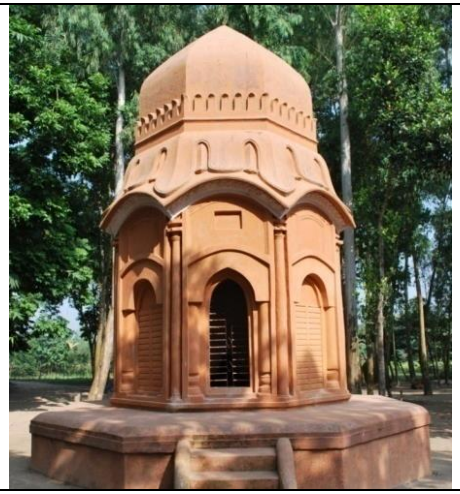	হাটিকুমরুল **উল্লাপাড়া**	২৪°২৫'৫৯.৭" উ. ৮৯°৩৩'১১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত ছোট শিব মন্দির হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির কমপ্লেক্সের ভিতরে অবস্থিত। অষ্টাকোণাকৃতি এই মন্দিরটি ভূমি থেকে উপরে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে এবং এটির ছাদ একটি অষ্টাকোণাকৃতি গম্বুজ দ্বারা আবৃত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**বড় শিব মন্দির**		হাটিকুমরুল **উল্লাপাড়া**	২৪°২৫'৫৪.৯" উ. ৮৯°৩৩'০৬.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	নবরত্ন মন্দির থেকে আনুমানিক ১৮৫ মি দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়রা এটাকে বড় শিব মন্দির বলে থাকে। উঁচু ইটের পাকা বেদীর উপর বর্গাকারে এ মন্দিরটি নির্মিত। চৌচালা বাঁকা ছাদ ও বাঁকা কার্ণিশ বিশিষ্ট মন্দিরটির পূর্ব দিকে একটি দরজা রয়েছে। মন্দিরের বহির্ভাগ ও অভ্যান্তরের দেয়ালে চুন-সুরকির পরেস্তারা রয়েছে। জানা যায় পূর্ব দিকের দেয়ালের গায়ে একটি পাথরের লিপি ফলক ছিল যা বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।
১০.	**বিরাট রাজার বাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত পুরাকীর্তি**		ক্ষীরতলা **রায়গঞ্জ**	-	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের নিমগাছী বাসস্ট্যান্ড হতে প্রায় ৬ কি.মি. পশ্চিমে নিমগাছী নামক স্থানে অনেকগুলো ঢিবি এবং বড় বড় দীঘি রয়েছে। ঢিবি গুলোর মধ্যে পাশাপাশি দু'টি ঢিবির একটি ঢিবি বিরাট রাজার বাড়ী নামে খ্যাত। ঢিবিদ্বয়ের স্থানে স্থানে দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মুক্ত দেখা যায়। এ দু'টি ঢিবিতে প্রাচীন কোন মন্দির বা স্তুপের ধ্বংবাসশেষ লুকায়িত আছে বলে অনুমিত। এ দু'টি ঢিবি ও এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, একদা এখানে একটি প্রাচীন জনবসতি গড়ে উঠেছিল।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: ১৮ টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ছোট সোনা মসজিদ**	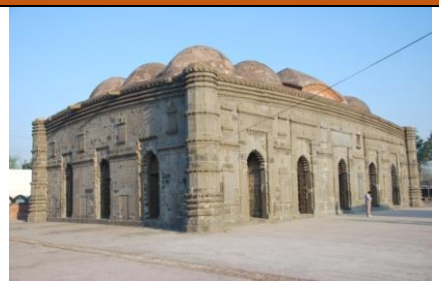	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৮'৪৯.৪" উ. ৮৮°০৮'৩৫.৩" পূ.	বেঙ্গল সরকার রাজনৈতিক শাখা, কলকাতা এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৯৭ ১৫ এপ্রিল, ১৯৩২	পনের গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (৮৯৯-৯২৫ হিজরি) মধ্যে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক রজব মাসের ১৪ তারিখে তৈরি করা হয় বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়।
২.	**ছোট সোনা মসজিদের নিকটস্থ পাথরের সমাধি**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৮'৪৯.৫" উ. ৮৮°০৮'৩৭.১" পূ.	বেঙ্গল সরকার রাজনৈতিক শাখা, কলকাতা এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৯৭ ১৫ এপ্রিল, ১৯৩২	ছোট সোনা মসজিদের পূর্বদিকের তোরণ থেকে সামান্য পূর্ব-উত্তর দিকে ৩.২৩ মিটার আয়তনের মঞ্চাকারে নির্মিত একটি উঁচু বেদীতে পাশাপাশি অবস্থানরত দু'টি বাঁধান কবর আছে। কবরের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপিতে কোরানের বাণী রয়েছে। কবর দু'টি মসজিদ নির্মাতা ওয়ালী মোহাম্মদ ও তাঁর পিতা আলীর বলে মিঃ ক্রেইটন অনুমান করেন।
৩.	**শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালী মসজিদ**	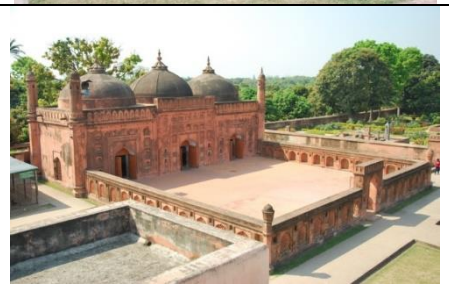	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৫.০" উ. ৮৮°০৮'২১.৩" পূ.	বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ) এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৬-৬১/৫০ ২৮ মে, ১৯৫১	শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরে অবস্থিত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্যমন্ডিত তিন গম্বুজ জুম্মা মসজিদটি মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য কীর্তি। মসজিদটি ১৬৩৬ খ্রিঃ থেকে ১৬৫৮ খ্রিঃ এর মধ্যে নির্মিত হয়। মসজিদের ভেতর ও বাইরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নেই। তিনটি প্রবেশপথ ও ভেতরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটি তাক রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ নিয়মিতভাবে এই মসজিদে জুম্মা নামাজ আদায় করে থাকেন।
৪.	**শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর সমাধি**	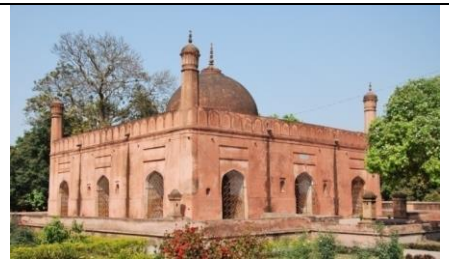	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৬.৯" উ. ৮৮°০৮'২১.৯" পূ.	বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ) এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৬-৬১/৫০ ২৮ মে, ১৯৫১	সুলতান শাহ সুজার রাজত্বকালে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) শাহ নেয়ামতুল্লহ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজমহলে এসে গৌড়ের উপকণ্ঠে পিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। বলা হয় যে, তিনি শাহ সুজার আধ্যাতিক গুরু ছিল। দীর্ঘদিন তিনি এতদঅঞ্চলে সুনামের সাথে ইসলাম প্রচার করে ১০৭৫ হিজরী (১৬৬৪খ্রিঃ) মতান্তরে ১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯খ্রিঃ) পিরোজপুরেই সমাধিস্থ হন। সেই সমাধিস্থলটি বর্তমানে ইসলামী ধর্মীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**শাহ সুজার তাহখানা**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৩.৮" উ. ৮৮°০৮'২২.২" পূ.	বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ) এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৬-৬১/৫০ ২৮ মে, ১৯৫১	শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর মাজার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুই তলা ইমারতটির ভগ্নাবশেষ মোঘল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ ইট নির্মিত ইমারতটি তাহাখানা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মোট ১৭টি কক্ষ আছে। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তি সমূহের মধ্যে এ শ্রেণির ইমারত একটিই পরিলক্ষিত হয়।
৬.	**দারাস বাড়ী মসজিদ**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৬.৬" উ. ৮৮°০৮'১১.৩" পূ.	নম্বর:৮০-বিবিধ ১৪ জানুয়ারি, ১৯১৬ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	দারাস বাড়ী মসজিদটি ৮৮৪ হিজরী বা ১৪৭৯ সালে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মসজিদের পরিমাপ বাইরের অংশে উত্তর-দক্ষিণে ১১১ ফুট এবং পূর্বে-পশ্চিমে ৬৭ ফুট। সম্মুখে ১৬ ফুট প্রশস্ত একটি বারান্দা ছোট সোনা মসজিদ ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যবর্তী স্থানে ওমরপুরের সন্নিকটে দারসবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের পূর্বদিক ৭টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরো দু'টি করে দরজা বিদ্যমান। ফলে মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং ভল্টের সংখ্যা ছিল ৪টি।
৭.	**দারাস বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ঢিবি**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৮.৫" উ. ৮৮°০৮'১৮.৬" পূ.	সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এল বি/১এ-৪/৭৯/৪৪/১ ২৮ মার্চ, ১৯৭৯	শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ৯০৯ হিজরী (১৫০৩ খ্রিঃ) সনে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল সুলতান কর্তৃক এ মাদ্রাসাটি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়। খননের ফলে এখানে ১৬৯ ফুট বর্গাকৃতির একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমান সুলতানদের এটি একটি অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন। অনুরূপ কোন নিদর্শন অদ্যাবধি এ দেশে আবিষ্কৃত হয়নি।
৮.	**ধানীচক মসজিদ**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৪.৭" উ. ৮৮°০৯'০০.৮" পূ.	নম্বর: ৮০-বিবিধ ১৪ জানুয়ারি, ১৯১৬ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	রাজবিবি মসজিদ বা খানিয়া দিঘী মসজিদের প্রায় অর্ধমাইল দক্ষিণে মাঝারি আকারের এ মসজিদটি ধানিচক মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মিহরাব লতাপাতার কারুকার্য খঁচিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপকভাবে সংস্কার কাজ হয়েছে এবং নামাযের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্নসম্পদটির নির্মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি ১৫ শতাব্দীতে নির্মিত বলে পন্ডিতবর্গ অনুমান করেন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**খানিয়া দীঘি মসজিদ**	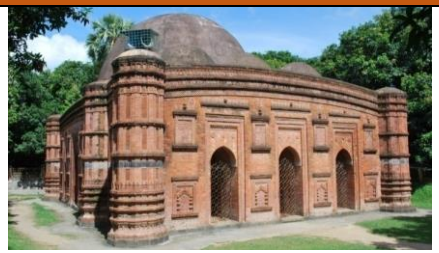	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৫০'২১.৭" উ. ৮৮°০৮'৫৩.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৮-৩৭/৫৪-পূর্ব ০৩ নভেম্বর, ১৯৫৪	খানিয়া দিঘীর অধিকতর নিকটে বলে মসজিদটিকে খানিয়া দিঘী মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে একে রাজবিবি মসজিদও বলে থাকেন। মসজিদটি ৪টি গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের অষ্টাভূজাকৃতির নিটোল বুরুজ এবং সম্মুখে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদটির নির্মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি ১৫ শতাব্দীতে নির্মিত বলে পন্ডিতবর্গ অনুমান করেন।
১০.	**দুধ পুকুর ঢিবি** (দুধ পুকুর মাউন্ড)		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর, ২০০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর মৌজায় ৮৫ নং দাগের উপর ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবিটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩৪ মিটার। পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে উচ্চতা আনুমানিক ৫ মিটার। ঢিবিটি উত্তর পাশে একটি পুকুর রয়েছে। ঢিবিটি স্থানীয় ইট সংগ্রহকারীদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ঢিবিটির উপর এখনও অসংখ্য ইট ও ইটের টুকরা লক্ষ্য করা যায়।
১১.	**খোজার ঢিবি**		**শিবগঞ্জ** শিয়ালমারা	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর, ২০০৫	প্রাচীন এ সাংস্কৃতিক ঢিবিটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৬০ মি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ মি। এর উচ্চতা সমতল ভূমি হতে ৩ মিটার উঁচু। খুব সম্ভব এটি একটি সুলতানী আমলের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। ঢিবিটির চারপাশে প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং বড় বড় কালো পাথরের স্তম্ভ এখনো এখানে সেখানে পড়ে আছে। এখানে ২১ টি পাথরের টুকরা একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।
১২.	**টিয়াকাটি কালভার্ট-১**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর, ২০০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের সিংগারহাট মৌজার টিয়াকাটি গ্রামে এ কালভার্টটি অবস্থিত। বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী হতে হোসেন শাহী সুলতানগণের শাসনামলে এ কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। চুন-সুরকি ও ইট দ্বারা নির্মিত কালভার্টটি মূলত পানি নিষ্কাশন এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজিকরণের নিমিত্ত তৈরী করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	**টিয়াকাটি কালভার্ট-২**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর, ২০০৫	বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী হতে হোসেন শাহী সুলতানগণের শাসনামলে এ কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। কালভার্টটির পশ্চিম দিকে খিরির বিল এবং পূর্ব দিকে পাগলানদী ও বানিয়াদিঘী প্রবাহিত। চুন ও বালি মিশ্রণে পোড়া ইট দ্বারা তৈরি কালভার্টটি সুলতানী আমলে মূলত যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এর গভীরতা ২ মি এবং ৪ মি প্রশস্ত।
১৪.	**কমুরা দীঘি ঢিবি** (কামার দিঘি মাউন্ড)		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর, ২০০৫	এ প্রত্নস্থল ছোট সোনা মসজিদ থেকে ৫ কিমি উত্তর-পূর্ব শাহবাজপুর ইউনিয়নের চাপড় মৌজার জিয়ারপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটিকে কয়রাদিঘী দরগা নামেও চিহ্নিত করা হয়। প্রত্নস্থলটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৪২মি. এবং পুর্ব-পশ্চিমে ৪০মি.। এর উচ্চতা ২.৫০ মিটার। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ঢিবি হিসেবে রয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্থাপত্য কাঠামোটি উন্মোচন করা সম্ভব হবে এবং দর্শক পর্যটকদের সম্মুখে উপস্থাপনযোগ্য করা যাবে।
১৫.	**গৌড়স্থ দুর্গ প্রাচীর**		**শিবগঞ্জ** শিয়ালমারা	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর, ২০০৫	গৌড় দুর্গের দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে রয়েছে 'কোতওয়ালী দরজা' নামের একটি ভাঙা অংশ। এটিকে গৌড়ের সিংহদ্বার বলা হয়। এখানে নগর পুলিশ (কোতওয়াল) গৌড় নগরীর দক্ষিণ দেয়াল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত থাকতো। ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি সম্মুখভাগে ৬ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট দু'টি করে মোট চার'টি অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর প্রতি পার্শ্বে অলংকৃত স্তম্ভের উপর স্থাপিত কুলঙ্গি রয়েছে। এ তোরণ অভ্যন্তরে সশস্ত্র প্রহরীদের আবাস কক্ষগুলি বিভিন্ন প্রকার নকশাযুক্ত কারুকাজ ও পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত যদিও বর্তমানে খিলান ভেঙ্গে পড়েছে।
১৬.	**কানসাট রাজবাড়ী**		**শিবগঞ্জ**	২৪°৪৩'৫৪.০" উ. ৮৮°১০'১০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ এপ্রিল, ২০১১	কানসাট রাজবাড়ী জমিদার বংশের আদি পুরুষরা পূর্বে বগুড়া জেলার কড়াইঝাকইর গ্রামে বসবাস করতেন। সেখান থেকে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট নামক গ্রামে এসে বসতি গড়ে তোলেন। তারপর এখানে তারা জমিদারি প্রথা চালু করেন। তবে কবে তারা জমিদারি চালু করেন তা জানা যায়নি। এ জমিদার বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন সূর্যকান্ত, শশীকান্ত ও শীতাংশুকান্ত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	**রহনপুর প্রাচীন সৌধ**		**গোমস্তাপুর** রহনপুর	২৪°৪৯'২৯.৯" উ. ৮৮°২০'০৪.৯" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৭৪/৭৭/৯৬ ০৩ মার্চ, ১৯৭৮	রহনপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে আধা কিলোমিটার পূর্বে এবং অত্যন্ত প্রাচীন এ ঢিবিটি নওদা বুরুজ হতে আধা কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌরসভার ধুলাউড়ি গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টাকোণাকৃতির সমাধি সৌধ। চার দেয়ালে চারটি কুলুঙ্গি আছে। গম্বুজের ভিতরে এক সারি মারলন ডেকোরেশন রয়েছে। সমাধি সৌধটির চুন ও সুরকির গাঁথুনি এবং নির্মাণ শৈলী দেখে এটি বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।
১৮.	**নওদা বুরুজ ঢিবি ও তৎসংলগ্ন নীচু ঢিবি** (ষাঢ় বুরুজ)		**গোমস্তাপুর** রহনপুর	২৪°৪৯'৪৯.৪" উ. ৮৮°২০'১০.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৬৯/৭৭/১২৩৭ ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ২৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র রহনপুর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ক্ষুদ্র অথচ খরস্রোতা নদী পূর্ণর্ভবা। আর রহনপুরের রেল স্টেশনের ঠিক উত্তরে এক কি. মি. গেলেই বেশ উঁচু একটি ঢিবি নজরে পড়ে। সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৭৪ ফুট উঁচু এবং ৩৫০ ফুট পরিধি এই বুরুজ। এটি একেবারে খাড়া নয় অনেকটা পিরামিডের মত। এই স্থানটি নওদা বুরুজ বা স্থানীয়ভাবে ষাড় বুরুজ নামে পরিচিত।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **জয়পুরহাট**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৪ টি (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে ছোট্ট ঢিবি**		**পাঁচবিবি**	২৫.১৯৩৮৭° উ: ৮৯.০৭০১২° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৫)	তুলসী গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে অবস্থিত বেশ কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি ও প্রায় ০২ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে স্থানে স্থানে ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখে। নদী তীর থেকে অল্প দূরে অবস্থিত ঢিবিগুলো জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একটি ঢিবির উপর পড়ে আছে ৪ মিটার দীর্ঘ ধূসর বর্ণের এক খন্ড গ্রানাইট পাথর। কোনো ইমারতের 'লিন্টেল' বলে অনুমিত এ প্রস্তর খন্ডে যে উৎকৃষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন আছে। অন্যান্য ঢিবির উপরেও বড় বড় প্রস্তরখন্ড দেখা যায়।
২.	**নওপুকুরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ**		**পাঁচবিবি**	২৫.১৯৮৯৫° উ: ৮৯.০৬৩৬২° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৬)	একই স্থানে ৯টি বিরাট জলাশয় আছে বলে এ স্থানের নাম নওপুকুরিয়া। জলাশয়গুলো অত্যন্ত প্রাচীন এবং আকারে এত বৃহৎ যে, এগুলোকে পুকুর না বলে দিঘি বলাই অধিক সঙ্গত। দিঘিগুলোতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। দিঘিগুলোর পাড়ে ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইট ও পাথরের তৈরি অসংখ্য ইমারতের ভিত্তি চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষকে ধনভান্ডার বলে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
৩.	**উছাই গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ (মহীপাল)**		**পাঁচবিবি** পাথরঘাটা	২৫.১৯৮৭৪° উ: ৮৯.০৬০৭৮° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৭)	উছাই গ্রামে বিস্তৃত এলাকা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়। মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন থেকে এ স্থানটি পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রি:) সাথে সম্পর্কিত বলে অনেকের ধারনা। এখানে ব্যবহৃত পাথরখন্ডগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই গ্রানাইট পাথর। মহীপালের নামের সাথে জড়িত দু'টি দিঘির মধ্যবর্তী ধ্বংসস্তুপ নামে পরিচিত এ ঢিবিটির উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। সমগ্র ঢিবির উপরে বর্তমানে ইট, পাথর, ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
৪.	**কাশিয়া বাড়ি ঢিবি** (কাশিয়া বাড়ি ধাপ)		**পাঁচবিবি** পাথরঘাটা	২৫.২০০৫২° উ: ৮৯.০৭৮০৭° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৮)	কাশিয়া বাড়ি ধাপ তুলসী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত এ ঢিবির ব্যাস প্রায় ৭০ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। বর্তমানে টিকে থাকা এ ঢিবির উপরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া ইট নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীরের চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঢিবির উপরে আছে কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছ। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হতে জানা যায়।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **নওগাঁ**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৮ টি (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**দুবল হাটি প্রাসাদ**		**নওগাঁ সদর**	২৪°৪৭'১২.২" উ. ৮৮°৫২'৫৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	দুবলহাটি প্রাসাদ খ্রি. উনিশ শতকের প্রাচীন স্থাপনা। যা তৎকালীন জমিদার রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী নির্মাণ করেন। বিশাল প্রসাদের বাহিরে ছিল দিঘি, মন্দির, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ষোল চাকার রথসহ বিভিন্ন স্থাপনা। প্রাসাদের সামনে রোমান স্টাইলের বড় বড় পিলার রয়েছে।
২.	**বলিহার রাজবাড়ি**		**নওগাঁ সদর**	২৪°৫০'৪০" উ. ৮৮°৪৮'২১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৪)	বলিহারের জমিদার রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার ছিল। সম্ভবত সপ্তদম শতাব্দীতে এই রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক জায়গীর লাভ করে বলিহারের জমিদাররা এ এলাকায় নানা স্থাপনা গড়ে তোলেন যার মধ্যে বলিহার রাজবাড়ি অন্যতম। রাজবাড়ির সামনেই রয়েছে তোরণ; ভেতরের কম্পাউন্ডে নাটমন্দির, রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির, জোড়া শিব মন্দির আর বিশাল রাজবাড়ি রয়েছে।
৩.	**পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার** (সোমপুর মহাবিহার)		**বদলগাছী**	২৫°০১'৫২.১" উ. ৮৮°৫৮'৩৭.১" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 26)*	পাহাড়পুর মহাবিহার নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধবিহার। এখানে কিছুসংখ্যক পোড়ামাটির সীল ও সীলিং পাওয়া গেছে যেগুলোতে এর প্রকৃত নাম সোমপুর (চাঁদের পাহাড়) মহাবিহার (বিশালাকার বিহারস্থাপত্য) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর নির্মাতা রাজা ধর্মপাল (খ্রীঃ ৭৮১-৮২১)। তিনি ৫০টি বিহার নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। সোমপুর মহাবিহার ধর্মাচরণ, শিক্ষা, জ্যোতির্বিদ্যাসহ শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার গবেষণা ও চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত ছিল। শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর-এর মতো বৌদ্ধপণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষাদানে অংশ নিয়েছিলেন। প্রধান বিহারটি আয়তাকার একটি খোলা চত্বরের মধ্যখানে যার চারবাহুতে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে। বিহার ছাড়াও নিবেদন স্তুপ, প্রার্থণালয়, কূপ ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা পাওয়া গেছে এখানে। হিমালয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিহারস্থাপত্য। ১৯৮৫ সাল হতে এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**সত্যপীরের ভিটা**		**বদলগাছী**	২৫°০১'৫০.২" উ. ৮৮°৫৮'৫৩.১" পূ.	৩০ মে ১৯৩৪ (প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৬)	পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন পূর্ব দিকে সত্যপীর ভিটা অবস্থিত। সত্যপীর ভিটা নামটির উৎপত্তি খ্রিস্টীয় ষোল-সতের শতকের দিকে হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যপীর ভিটায় রয়েছে একটি বৌদ্ধ তারা মন্দির এবং মন্দির ঘিরে রয়েছে ১৩২টি বিভিন্ন আকার আয়তনের নিবেদন স্তুপের ধ্বংসাবশেষ। তারা মন্দিরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অলংকরণে শোভিত স্তুপের সংখ্যাধিক্য মন্দিরের গুরুত্ব ও খ্যাতির সাক্ষ্য দেয়। একটি নিবেদন স্তুপের স্মারক কুঠরী থেকে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির নিবেদন স্তুপের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায়, হাজার হাজার পূণ্যার্থী তারা মন্দিরে আসতেন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্বরূপ স্তুপ নিবেদন করতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রায় ৫০টি তারা দেবীর ফলক ও একটি ব্রোঞ্জের জম্বল মুর্তি ও অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম-দশক শতকের দিকে তারা দেবীর সম্মানে সত্যপীর ভিটার মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল।
৫.	**হলুদবিহার ঢিবি** (হলুদ বিহার)		**বদলগাছী** বিলাশবাড়ী	২৪°৫৫'৫৬.৯" উ. ৮৮°৫৮'১৯.৯" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ নং-এলবি/১এ-৩১/৭৬/৫৬৬, সংক্রী, ২৮ আগস্ট ১৯৭৬	পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার থেকে ১৫ কিমি দক্ষিণে হলুদবিহার প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। মূলত: এখানে একটি মাঝারি আকারের বৌদ্ধ সংঘারাম ও তার পাশে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। বর্তমানে সংঘারামটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। উৎখননের ফলে এখানে একটি উঁচু আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। মন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি সলিড স্তুপ, তার সামনে মণ্ডপ এবং পূর্বে রয়েছে সংকীর্ণ সিঁড়িপথ। খননে প্রাচীন লিপিযুক্ত পোড়ামাটির সিলিং, ফলক, অলংকারিক ইট ও অন্যান্য প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন বিচারে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ হলুদবিহার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের সমসাময়িককালে নির্মিত বলে মনে করেন।
৬.	**ধীবর পিলার** (কৈবর্ত পিলার)		**পত্নীতলা**	২৫°০৭'২০.০" উ. ৮৮°৩৭'১৪.৪" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার থেকে ২২ কি.মি. পশ্চিমে একটি বিরাটাকার দিঘি দেখা যায়। এ মধ্যখানে বেলে পাথরের নির্মিত অষ্টকৌণিক স্তম্ভ দন্ডায়মান। স্তম্ভের চূড়াটি কারুকার্যময় মুকুটের আকারে নির্মিত। পন্ডিতদের ধারণা, খ্রিষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে মহীপালের বংশধর কৈবর্ত রাজা ভীমের শাসনামলে এ স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	ধাপের ঢিবি		পত্নীতলা	২৫°৩'৮.৬৪" উ. ৮৮°৫২'৬.৮৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৩)	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় ধাপের ঢিবি প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। ঢিবিটি প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন হিসেবে দাড়িয়ে রয়েছে। প্রত্নস্থলটি জনশ্রুতি মোতাবেক ৮ম-৯ম শতাব্দীর নিদর্শন হিসেবে ধারণা করা হয়।
৮.	কালির থান		পত্নীতলা	২৫°২'৫৯.০৬" উ. ৮৮°৫২'১৪.০৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৫)	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার আমাইড় ইউনিয়নের চকভবানীপুর গ্রামে কালির থান প্রত্নস্থানটি অবস্থিত। প্রত্নস্থলটি জনশ্রুতি মোতাবেক ৮ম-৯ম শতাব্দীর নিদর্শন হিসেবে ধারণা করা হয়।
৯.	যোগী ঘোপা		পত্নীতলা	-	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৬)	ঘোকশী বিলের পশ্চিম পাড়ে যোগী ঘোপা অবস্থিত। ঢিবির দক্ষিণাংশের তুলনায় উত্তরাংশ অনেকখানি উঁচু। বৃটিশ জরিপকারী বুকানন হেমিলটন ১৮০৮-১৮০৯ সালে এবং আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম ১৮৭৯-১৮৮০ সালে স্থানটি পরিদর্শন করেন। এখানে পাল বংশের তৃতীয় রাজা 'দেবপালের বাড়ি' ছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে যা রাজা *দেবপাল কা ছত্রী* নামে পরিচিত।
১০.	চৌজা মসজিদ	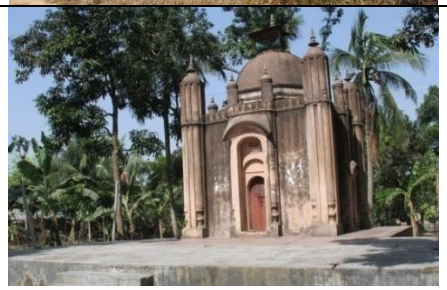	মান্দা	২৩°২'৫১'০০" উ. ৯০°০৯'৫৩" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: শাঃ৬/প্রত্নঃ অধিঃ-১৬/৯৮/৭১০ ১৯ জুন ২০০২	মসজিদটি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার অন্তর্গত চৌজা গ্রামে অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদে মোট তিনটি খিলান দরজা এবং চার কোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে। ধারণা করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**কুসুম্বা মসজিদ**	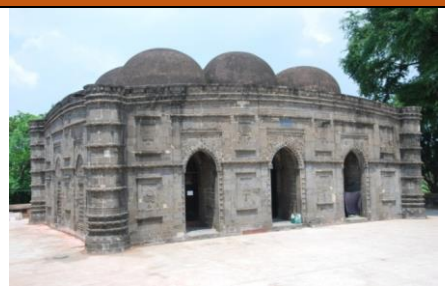	**মান্দা**	২৪°৪৫'১০.০" উ. ৮৮°৪০'৫৩.৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 25)*	আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের ছাদ ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রতি কোণে রয়েছে একটি করে অষ্ঠাকৌণিক বুরুজ। এর প্রতিটি খিলান- দরজা এবং মিহরাবের মুখ খাঁজ কাটা। এ মসজিদে লাগানো একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের শাসনামলে জনৈক সোলায়মান কর্তৃক ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদের পূর্বদিকে একটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দিঘি রয়েছে।
১২.	**মহীসন্তোষ মসজিদ** (ঢিবি)		**ধামইরহাট**	২৪°৫৫.৯৪৯" উ. ৮৮°৫৮.২৪৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 15)*	এই ঢিবিটির দক্ষিণ দিকে ১৯৬৬ সালে বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। এ খননের ফলে এ স্থানে একটি বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল যা খনন সমাপ্তির পর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। জানা যায় এখানে দু'টি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল। শিলালিপির তথ্যসূত্রে পন্ডিতদের ধারণা, এস্থানে মধ্যযুগীয় রারকাবা টাকশালের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে।
১৩.	**আগ্রাদ্বিগুন মাউন্ড**		**ধামইরহাট**	২৫°১০'৪০.৮"পূ. ৮৮°৪২'১৪.২"পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন দক্ষিণ কাশিপুর গ্রামে প্রাচীন আগ্রাদ্বিগুণ ঢিবিটি অবস্থিত। পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি গ্রাম আগ্রা ও দ্বিগুন মিলে আগ্রা-দ্বিগুন নামক স্থানে আগ্রাদ্বিগুন মাউন্ড অবস্থিত। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি বর্গাকার স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। স্থাপত্য কাঠামোর পশ্চিম দেয়ালের অভ্যন্তরে তিনটি মিহরাব সদৃশ কাঠামো, পূর্ব দেয়ালে তিনটি দরজার অস্তিত্ব, উন্মুক্ত অঙ্গন ও পলেস্তারাবিহীন স্থাপত্য কাঠামো উন্মোচিত হয়।
১৪.	**জগদ্দল বিহার**		**ধামইরহাট**	২৫°০৯'৩২.৩" উ. ৮৮°৫৩'১৫.৫" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 25)*	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার জগদ্দল গ্রামে জগদ্দল বিহার অবস্থিত। ঐতিহাসিক বিবরণ হতে জানা যায় পাল রাজা রামপাল (১০৭৭-১১২০খি:) জগদ্দল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারা মূর্তি স্থাপন করেন। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মুক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত প্রমুখ পন্ডিতগণ জগদ্দল মহাবিহারে ছিলেন এবং জগদ্দল মহাবিহারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হতো। এখানে উৎখননের ফলে একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						হয়েছে যার চার কোণায় চারটি গোলাকার বুরুজের ন্যায় কক্ষ আছে। বুরুজ কক্ষ ছাড়াও এখানে মোট ৩৪ টি ভিক্ষু কক্ষ দেখা যায়। বিহারের পূব দিকে রয়েছে প্রধান প্রবেশ পথ। ভিতরে অবস্থিত প্রধান মন্দিরটি বর্গাকার। প্রধান মন্দিরের সামনে মন্ডপে সমদূরত্বে চার জোড়া মোট ০৮টি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ ছিল। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু গুলির মধ্যে রয়েছে পাথরের বিভিন্ন মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, অলংকারিক ইট, লোহার পেরেক ও কাঁটা, পোড়ামাটির বল, পাথরের নালা, পাথরের গুটিকা ও প্রচুর মৃৎপাত্রের টুকরা ইত্যাদি। তিব্বতীয় গ্রন্থমালার সূত্র থেকে জানা যায় তৎসময়ের পাঁচটি বিখ্যাত মহাবিহারের (বিক্রমশীল, নালন্দা, সোমপুর, ওদন্তপুর ও জগদ্দল মহাবিহার) মধ্যে একটি ছিল জগদ্দল মহাবিহার।
১৫.	**বাদল পিলার/গরুড় পিলার** (ভীমের পান্টি)		**ধামইরহাট**	২৫°০৬'১৯.৩" উ. ৮৮°৫৬'০৪.৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	মঙ্গলবাড়ি বাজার থেকে প্রায় ৪০০ মি. দক্ষিণে নিচু বিলের মাঝখানে এ স্তম্ভটি অবস্থিত। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি গরুড় মূর্তি ছিল। যা বর্তমানে অনুপস্থিত। বর্তমানে স্তম্ভের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় ২৮ পঙ্ক্তির একটি শিলালিপি আছে। এ শিলালিপিতে পাল নৃপতি নারায়ণপাল দেবের রাজত্বকালে (৮৫৪-৯০৮খ্রিঃ) নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের এ প্রশস্তিতে তাঁর পিতা কেদার মিশ্র, পিতামহ সোমেশ্বর মিশ্র, প্র-পিতামহ দর্ভপাণি, প্র-প্র-পিতামহ গর্গ প্রমুখ সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য রয়েছে।
১৬.	**কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিসর কাচারী বাড়ী ও তৎসংলগ্ন কীর্তিসমূহ**		**আত্রাই**	২৪°৩৭'০০.৫" উ. ৮৯°০৫'২১.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ জুলাই ১৯৯৩ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	নাগর নদীর তীরে একটি নিবিড় মনোরম পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এ কাছারি বাড়ি অবস্থিত। জমিদারী দেখাশুনার সময় কবি মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। প্রায় বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা বিশিষ্ট এ ভবন। ভবনটি বর্তমানে রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণমুখী সিংহদ্বার বিশিষ্ট ভবনের সম্মুখ ভাগে নাগর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত মাঠ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	**কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিউশন**		**আত্রাই**	২৪°৩৬'৫৬.৭" উ. ৮৯°০৫'১৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ আগস্ট ২০১৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৭৮)	কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন পতিসর গ্রামে অবস্থিত। এই ইনস্টিটিউশন বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে ১৯৩৭ সালে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় ঘরটি আয়তাকার এবং টালি ও টিনের ছাউনী দিয়ে নির্মিত।
১৮.	**ইসলামগাথী জামে মসজিদ**	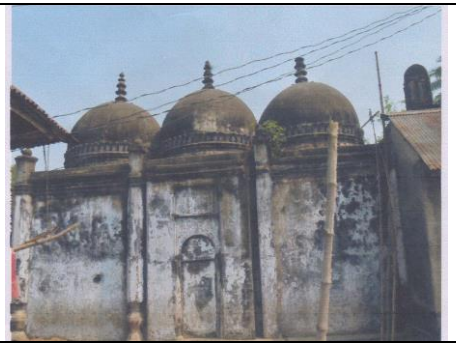	**আত্রাই**	২৪°৩৫'২০.৪" উ. ৮৯°০১'৪৭.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৩৫)	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলাধীন ইসলামগাথী গ্রামে ইসলামগাথী জামে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **নাটোর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৩ টি (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	রাণী ভবানীর প্রাসাদ ও অন্যান্য স্মৃতিসৌধ					
	(ক) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (ছোট তরফ)		নাটোর সদর	২৪°২৫'০৯.৪" উ. ৮৮°৫৯'২২.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রানী ভবানী রাজবাড়িটি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। উত্তরবঙ্গের জমিদারদের মধ্যে নাটোর রাজবংশের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৭৪৮ সালে রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রানী ভবানী উক্ত জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়ে শাসন করেন। ১৮০২ সালে রানী ভবানীর মৃত্যুর পর তার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ নাটোরের জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজবাড়ি বড় তরফ ও ছোট তরফ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ছোট ছেলে শিবনাথ ছোট তরফের রাজা হন। ছোট তরফ ভবনটিতে মোট ১৫ (পনের) টি কক্ষ রয়েছে। বড় তরফ ভবনটিতে মোট ১১ (এগার) টি কক্ষ বিদ্যমান।
	(খ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (বড় তরফ)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১২.৭" উ. ৮৮°৫৯'২৯.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	
	(গ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (গার্ড হাউজ)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১৫" উ. ৮৮°৫৯'২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত আয়তাকার আকৃতির এ ভবনটি গার্ড হাউজ নামে পরিচিত। কথিত আছে রানী ভবানী রাজবাড়িতে কর্মরত কর্মচারী ও নিরাপত্তা প্রহরীগণ এ ভবনে সাতটি কক্ষে বসবাস করতো।
	(ঘ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (রাণী মহল)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১৫" উ. ৮৮°৫৯'২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত আয়তাকার ভূমি নকশায় তৈরীকৃত এ ভবনটি রানী মহল নামে পরিচিত। নাটোর রাজবাড়ির রানী ও তাঁর বংশ পরম্পরায় এ ভবনে বসবাস করতেন বলে এটি রানী মহল নামে পরিচিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ঙ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (বৈঠক খানা)	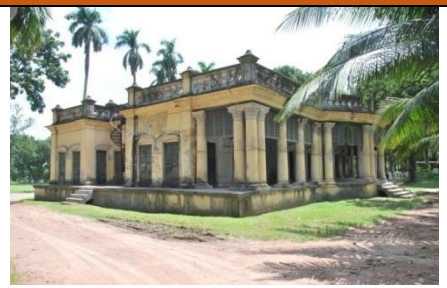	**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১০" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটি রাজা রানীদের বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১১ কক্ষ বিশিষ্ট ভবনটিতে মোট প্রবেশ দ্বার ৬০ টি। যা ভবনটিকে আলাদা বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছে।
	(চ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (মালখানা)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১৩" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটি রাজার মালখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে ৫টি কক্ষ আছে। ভবনটিতে রাজাদের মালামাল রাখা হতো বলে জানা যায়।
	(ছ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (হানিকুইন ভবন)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১১" উ. ৮৮°৫৯'২৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত ছোট তরফ সংলগ্ন এ ভবনটিতে রাণী অবকাশ যাপন করতো। ভবনটিতে ৩টি কক্ষ আছে।
	(জ) রাণী ভবানী রাজবাড়ির পুরোহিতদের বাসস্থান		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১১" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটিতে মন্দিরের ঠাকুরগণ বসবাস করতো। ভবনটিতে কক্ষ সংখ্যা ১০টি।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ঝ) রাণী ভবানী রাজবাড়ি (শ্যামসুন্দর মন্দির)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১১" উ. ৮৮°৫৯'২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	শ্যামসুন্দর মন্দিরটি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত। যা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি
	(ঞ) রাণী ভবানী রাজবাড়ি (ছোট তরফের কাচারী বাড়ি)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'০৬" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	ছোট তরফের কাচারী বাড়ি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা।
	(ত) তাকেশ্বর শিব মন্দির (তারকেশ্বর শিব মন্দির)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'০৯" উ. ৮৮°৫৯'৩১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	তারকেশ্বর শিব মন্দিরটি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম মন্দির।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.	**দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন)**		**নাটোর সদর**	২৪°২৬'২৭.২" উ. ৮৯°০০'৩৬.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০	নাটোরের যেসব প্রাচীন কীর্তির জন্য দেশ-বিদেশের পর্যটক ও দর্শনার্থী আকৃষ্ট হয় তার মধ্যে 'উত্তরা গণভবন' অন্যতম। দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দয়ারাম রায় এ রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন। ১৯৬৬ খ্রিঃ এ রাজপ্রাসাদটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার দিঘাপতিয়া রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'গভর্ণর হাউজ'। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া গভর্ণর হাউজকে উত্তরা গণভবন হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ১৯৯০ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
৩.	**চলনবিল জাদুঘর**		**গুরুদাসপুর**	২৪°২৩'৪৪.৪" উ. ৯°১৫'৩৬.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০০৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪১৪)	১৯৮৭ সালে চলনবিল জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮১ সালে নাটোরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক সাদেকুল হক ৫ কাঠা জমি দান করেন। দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানে গড়ে ওঠে এ জাদুঘরটি। ১৯৯০ সালে রেজিষ্ট্রিমূলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অনুকুলে হস্তান্তর করা হয়। এ জাদুঘরের প্রদর্শিত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে বাদশাহ আলমগীর ও নাসির উদ্দিনের নিজ হাতে লেখা কোরআন শরিফ জেমালে কোরআন, বৃক্ষ ছালে লেখা পত্রাবলী, প্রাচীন মুদ্রা, সেকালের সমরাস্ত্র উল্লেখযোগ্য। এ জাদুঘরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অস্থাবর পুরাকীর্তি সংরক্ষিত থাকায় এটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণশাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতিবিষয়কমন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তিও তালিকা

জেলার নাম: **পাবনা**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তিও সংখ্যা: **০৯ টি (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তাড়াস ভবন**		**পাবনা সদর**	২৪°০০'১৭.৫" উ. ৮৯°১৪'০১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ জুন ১৯৯৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৯৬)	তাড়াস ভবনটি ১৮ শতাব্দীতে ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত একটি দ্বিতল ভবন। তাড়াসের জমিদার রায়বাহাদুর বনমালি রায় এ ভবনটি নির্মাণ করেন। এ ভবনের খিলানাকৃতির বড় বড় পিলার গুলো অলংকরণ সমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ রাজবাড়িটি জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন রকমের অলংকরণ। বিশেষ করে ভবনটির অভ্যন্তরে একটি কক্ষের ছাদ ব্রোঞ্জের তৈরি এবং জাক জমকপূর্ণ অলংকরণ শোভিত।
২.	**জোড়বাংলা মন্দির**	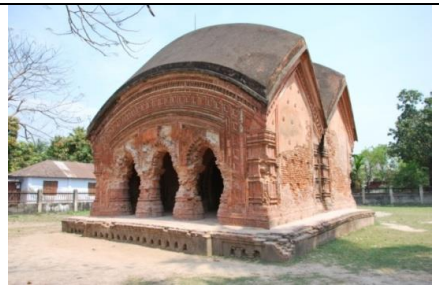	**পাবনা সদর** রাঘবপুর	২৪°০০'০৫.৩" উ. ৮৯°১৪'৪২.১" পূ.	কলকাতা গেজেট ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	জোড়বাংলা মন্দির বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। ২টি দোচালা ঘর যুক্ত করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাবের তহসিলদার জনৈক ব্রজ মোহন ক্রোরী কর্তৃক এ মন্দির ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের সামনের দিকে ৩টি অর্ধবৃত্তাকারের খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে।
৩.	**চাটমোহর শাহী মসজিদ**	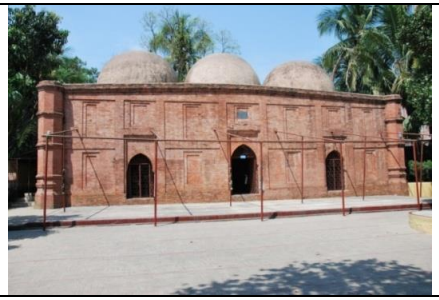	**চাটমোহর**	২৪°১৩'৩৮.৯" উ. ৮৯°১৭'২৭.৭" পূ.	নম্বর: এফ.১৮-৩৭/৫৪-পূর্ব ০৩ নভেম্বর ১৯৫৪ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 21)*	শিলালিপির থেকে জানা যায় সুলতান-উল-আযম আবুল ফতেহ মোহাম্মদ মাসুম খানের রাজত্বকালে তুয়ী মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র খান মোহাম্মদ (কাকশাল) এ স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে একটি শিলালিপি রয়েছে, যেটি মসজিদের সামনের কূপ থেকে নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। শিলালিপিতে কালেমা তাইয়েবা উৎকীর্ণ আছে। চাটমোহর শাহী মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**জগন্নাথ মন্দির**		**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯'০০.২" উ. ৮৯°২১'৩৩.২" পূ.	নম্বর: ৩৯১৩-পি ০২ এপ্রিল ১৯৩৪ *(Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums, Page- 24)*	জগন্নাথ (হান্ডিয়াল) মন্দির পাবনা জেলার একটি অন্যতম প্রাচীন মন্দির। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের প্রবেশ পথের ডানপাশের নিচের দিকে একটি শিলালিপি স্থাপিত রয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় জনৈক ভবানী প্রসাদ কর্তৃক ১৫১২ শতাব্দে (১৫৯০ খ্রিঃ) মন্দিরটির সংস্কার কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। মন্দিরে খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথের উপরিভাগ খাঁজকাটা। প্রবেশ পথের দু'পাশে সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। বর্গাকার মন্দিরটি ক্রমাগত সরু হয়ে কলস শোভিত সুক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির ফলক সাথে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি এবং লতাপাতার দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে।
৫.	**বাংলা মন্দির** (বাংলা ঘর)	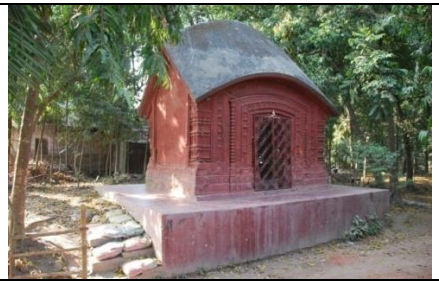	**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯.০১৩" উ. ৮৯°২১.৫৫৩" পূ.	নম্বর: ৩৯১৩-পি ০২ এপ্রিল ১৯৩৪ *(Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums, Page- 24)*	এটি একটি দোচালা বাংলা মন্দির। মন্দিরের পাকা ছাদ বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মত করে নির্মিত বলে মন্দিরটি বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের দরজার উপরে একটি শিলালিপি ছিল। শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায়, ১৭০১ শতাব্দে (১৭৭৯ খ্রিঃ) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।
৬.	বেরুয়ান জামে মসজিদ		**আটঘরিয়া** চাঁদভা	২৪°০৬'২৪.৬" উ. ৮৯°১১'৪১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫২৭)	মসজিদটির গঠন কাঠামো ও নির্মাণ উপকরণ দেখে ধারণা করা হয় আনুমানিক ১৭ শতকের শেষে বা আঠার শতকের শুরুতে এটি নির্মিত। মসজিদটি আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট। মসজিদের চার বহি:কোণে ৪টি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংস্কারের ফলে এর আদি বৈশিষ্ট্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	শম্ভুচাঁদ ঠাকুরের সমাধি আশ্রম		**ফরিদপুর**	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-সবিম/শাঃ-৬/প্রত্ন-অধি-৯/৯৯/৩৪০ ২৭ জুলাই ২০১০	পাবনা সদর থেকে প্রায় ৪০ কি:মি: উত্তর-পূর্ব দিকে আশ্রমটি অবস্থিত। শম্বু চাদের আশ্রমটি সুউচ্চ ইমারত যার আনুমানিক উচ্চতা ১২ মি:। স্থাপত্যিক কাঠামো,নকশা ও অলংকরন বিবেচনায় এটিকে ৪ ধাপে ভাগ করা যায়। এছাড়া সমাধির কাছে রয়েছে প্রাচীন একটি কূপ। এই ইমারতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যা বর্তমানে সামান্য অংশই অবশিষ্ট রয়েছে।
৮.	**জোড় বাংলা মাজার**	-	**ভাংগুড়া**	২৪°০০'০৫" উ. ৮৯°১৪'৪২" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং -সবিম/শাঃ-৬/প্রত্ন-অধি-৯/৯৯/৩৪০ ২৭ জুলাই ২০১০	পাবনা জেলা হতে ৫৬ কি:মি: উত্তর দিকে জোড় বাংলা মাজার অবস্থিত। মাজারটি পূর্বমুখী প্রবেশ দ্বার এবং পাশাপাশি দু'টি ছোট কক্ষ বিশিষ্ট। মাজারটি 'শাহ করিম শাহ খলিলুল্লাহ' মাজার নামে পরিচিত। ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলার ঐতিহ্যবাহী দোচালা ছাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে জোড় বাংলাটি সম্পূর্ণ অলংকারিক বিহীন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**সুজানগরের জমিদার আজিম চৌধুরীর বাড়ি**		**সুজানগর**	২৩°৫৬'৫৭" উ. ৮৯°৩১'০৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মার্চ ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১২১)	রহিম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র আজিম চৌধুরী ১২০ বিঘা জমির তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে নির্মাণ করেছিলেন অত্যাধুনিক ডিজাইনের দ্বিতল বহু দুয়ারি এবং বহু কক্ষ বিশিষ্ট এ অট্টালিকা। এ জমিদার বাড়ির চারিদিকে পরিবেষ্টিত ছিল ৬০ বিঘার একটি দর্শনীয় দিঘি। জমিদার বাড়িতে ছোট বড় প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি কক্ষ ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া জমিদার বাড়ির সন্নিকটে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে।